NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ একুশে অক্টোবরও স্বাধীনতা সংগ্রামের এক স্মরণীয় দিন

ঘটল না অঘটন, ৩৬ বছর পর ভারতে টেস্ট জিতল নিউজিল্যান্ড ৮

কলকাতা ২১ অক্টোবর ২০২৪ ৪ কার্তিক ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.10.2024, Vol.18, Issue No. 129 8 Pages, Price 3.00

একগুচ্ছ পণ্যে জিএসটি হারে রদবদলের সিদ্ধান্ত!

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর: একাধিক পণ্যের ওপর জিএসটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে চলেছে জিএসটি কাউন্সিল। বিরোধীদের দাবি মেনে জীবন বিমা পলিসিতে জিএসটিতে বড়সড় ছাড় ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামে পুরোপুরি জিএসটি ছাড় মিলতে চলেছে। পাশাপাশি জীবন বিমার টার্ম পলিসি থেকেও উঠতে চলেছে জিএসটি। কিন্তু এই বাড়তি 'সুবিধা'র খেসারত দিতে হবে আমজনতাকেই।

শনিবার জিএসটি কাউন্সিল গঠিত মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে একাধিক পণ্যে জিএসটির হার বদলের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে জিএসটির হার বাড়ানো হচ্ছে মূলত বিলাসবহুল পণ্যের ওপর। সূত্রের খবর, সেখানে ২৫ হাজারের বেশি মূল্যের হাতঘড়ির করের পরিমাণ বাড়িয়ে ২৮ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আপাতত ২৫ হাজারের বেশি মূল্যের ঘড়িতে ১৮ শতাংশ কর নেওয়া হয়। ১৫ হাজার টাকার বেশি দামি জুতোতেও একই হারে জিএসটি বাড়ানো হবে। অর্থাৎ ওই পণ্যের জিএসটিও ১৮ থেকে বেড়ে ২৮ শতাংশ হতে চলেছে। তবে একই সঙ্গে একাধিক নিত্যপ্রয়জনীয় পণ্যে জিএসটি কমানোরও প্রস্তাব দিয়েছে জিএসটি কাউন্সিল গঠিত মন্ত্রী পরিষদ। প্রস্তাব অনুযায়ী, ২০ লিটার জলের জারের জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব রয়েছে। আবার ১০ হাজার টাকার কমদামি বাই সাইকেলের জিএসটিও ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হবে। আসলে সরকার পরিবেশবান্ধব এই বাহনের বিক্রিতে উৎসাহ বাড়াতে চাইছে। জীবন বিমার ওপর জিএসটিতে ছাড় দেওয়ায় কেন্দ্রের কোষাগারে চাপ পড়তে পারে। বছরের মাঝপথে সেটা হলে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ বাড়তে পারে। সেই ঘাটতি মেটাতেই বিলাসবহুল জুতো এবং ঘড়িতে কর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত। সরকারি সূত্র বলছে, এই সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর হলে বছরে বাড়তি ২২ হাজার কোটি টাকা কর আদায় হবে।

ইন্ডিগোয় হুমকি

■ রবিবারও ফের বোমাতঙ্ক ছড়াল বেশ কয়েকটি অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমানে। জানা গিয়েছে, ইন্ডিগোর ছ'টি বিমানে হুমকিবার্তা পাঠানো হয়। হুমকিবার্তা পাওয়ার পরই নিরাপত্তা নিয়ে যাত্রীদের বিমান সংস্থার তরফে আশ্বস্ত করা হয়। ইন্ডিগোর তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাত্রী এবং তাদের কর্মীদের নিরাপত্তা। তাঁদের নিরাপত্তার স্বার্থেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য যাত্রীদের কাছে আর্জিও জানানো হয়েছে বিমান সংস্থার তরফে।

নিকেশ জঙ্গি

■ উত্তর কাশ্মীরের বারামুলা জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখে দিল ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী। সেনা এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে রবিবার সকালে প্রাণ হারাল এক জঙ্গি। আরও এক জনের খোঁজ চলছে। রবিবার উত্তর কাশ্মীরের বারামুলায় উরি সেক্টরের কামালকোটে সন্দেহজনক কিছু গতিবিধি লক্ষ্য করেন জওয়ানরা। তারপরেই ওই এলাকায় অভিযানে নামেন। তখন তাঁদের গুলি ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পালটা গুলি চালায় বাহিনীও। শুরু হয় দু'পক্ষের গুলির লড়াই।

মৃত ১২

■ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা রাজস্থানের ঢোলপুরে। বাস ও টেম্পোর মুখোমুখি সংঘর্ষে ৮ শিশু-সহ মৃত্যু হল ১২ জনের। মৃতরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। ঘটনার পর পালিয়ে যান বাসের চালক। তল্লাশি শুরু হয়েছে। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অনশন প্রত্যাহারে না, মমতার সঙ্গে বৈঠকের পরই সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনশন প্রত্যাহার নয়। তবে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছেন বলে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ইমেল করে জানালেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মুখ্যসচিবের 'শর্ত' মানছেন না তাঁরা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরেই অনশন তুলে নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রায় ঘণ্টাতিনেক জিবি মিটিংয়ের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিদ্ধান্ত জানালেন জুনিয়র চিকিৎসকরা দেবাশিস হালদার।

সোমবারের বৈঠকে যাবেন, আগেই তা জানিয়েছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তবে কারা যাবেন, কতজন যাবেন, 'শর্ত' মানা হবে কি না, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বৈঠক হয়। শনিবার রাত পর্যন্ত সেই বৈঠক চলেছিল। রবিবার সকাল থেকেও এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তারদের জেনারেল বডির বৈঠক হয়। ওই বৈঠকের পরেই সিদ্ধান্ত ইমেলে জানানো হয় মুখ্যসচিবকে।

প্যান জিবি বৈঠকের পর আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদার বলেন, '১৪ দিন পর অনশনমঞ্চে আসেন মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব। ফোনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়। কিন্তু এই কথোপকথনে অনশনকারীরা দুঃখ পেয়েছেন। তাঁদের অনুভূতি আঘাত পেয়েছে। আমাদের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আমাদের মনে হয়েছে এত দিন পরেও ১০ দফা দাবি নিয়ে উনি হয়তো জানেন না, বা তাঁকে জানানো হয়নি। তবে আমরা কী চাইছি তা বিস্তারিত ভাবে জানিয়েই মুখ্যসচিবকে ইমেল করেছি। প্রয়োজনে তা নিয়ে আমরা কাল আবার বলব।'

তিনি আরও জানান, সময়মতো বৈঠকে যোগ না দেওয়া অভিযোগ তোলা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। তাঁদের ওপর এই দায় চাপানোর মানসিকতাকে 'ধিক্কার' জানাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁরা এ-ও বলেন, 'আমরা চাই কোনও পূর্ব শর্ত ছাড়াই বৈঠকে যোগ দিতে। নির্দিষ্ট সময়েই আমাদের প্রতিনিধিরা বৈঠকে যোগ দেবেন। আমরা আশা করছি সদার্থক আলোচনা হবে।' তবে যদি বৈঠকের পরেও আলোচনা থেকে কোনও সমাধানসূত্র না বার হয়, তবে মঙ্গলবার পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি পালন করবেন বলেও জানান তাঁরা। এমনকি, আগামীতে আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়বে বলেও ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

ছবি: অদিতি সাহা

শনিবার ধর্মতলার অনশনমঞ্চে গিয়েছিলেন মুখ্যসচিব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের মতো রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁদের মাধ্যমে অনশনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। জুনিয়র চিকিৎসকদের ১০ দফা দাবি ফোনে এক এক করে শোনেন মমতা। জবাবও দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সামনাসামনি বৈঠক করতে চেয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। সোমবার বিকেলে তাঁদের সময় দেন মমতা। পরে মুখ্যসচিব তাঁদের ইমেলে জানিয়ে দেন, সোমবার বিকেল ৫টায় নবান্নে বৈঠক হবে। ৪৫ মিনিট সময় ডাক্তারদের জন্য দিতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী। সাড়ে ৪টের মধ্যেই জুনিয়র ডাক্তারদের ১০ জন প্রতিনিধিকে নবান্নে পৌঁছে যেতে বলেন তিনি। কারা যাবেন, সেই ১০ প্রতিনিধির নাম ইমেল করে জানাতে বলা হয় ডাক্তারদের।

মুখ্যসচিবের এই ইমেলে 'শর্ত'ও দেওয়া হয়। বলা হয়, অনশন তুলে নিলে তবেই সোমবার মমতা ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। না হলে নয়। ইমেলের জবাব দেওয়ার আগে দীর্ঘ বৈঠক করেন ডাক্তারেরা। তার পর জানানো হল, সরকারের শর্তে রাজি হননি আন্দোলনকারীরা। ইমেলে তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁরা নবান্নের বৈঠকে যোগ দিতে যাবেন। তবে 'শর্ত' অনুযায়ী অনশন তুলে নয়। অনশন চলবে। মমতার সঙ্গে বৈঠকের পর এ বিষয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন।

ধর্মতলায় 'চিৎকার সমাবেশ' পালন জুনিয়র চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার ধর্মতলায় 'চিৎকার সমাবেশে'র ডাক দেন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা। সাধারণ মানুষকে অনশনমঞ্চের সামনে জমায়েতের আহ্বান জানান তাঁরা। রবিবার বিকেল ৪টে থেকে এই সমাবেশ শুরু হয়। শনিবার ধর্মতলার অনশনমঞ্চে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের মতো রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তাঁদের মাধ্যমে অনশনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ডাক্তারদের মুখ্যসচিব ইমেল করে জানিয়েছেন, সোমবার বিকেল ৫টায় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। তবে তার আগে অনশন তুলে নিতে হবে। এই ইমেলের জবাবে জুনিয়র চিকিৎসকরা রবিবার নিজেদের বক্তব্য জানিয়ে দেন। সঙ্গে এদিন নতুন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ধর্মতলায়।

পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে সমাজমাধ্যমে 'চিৎকার সমাবেশে'র ডাক দেওয়া হয়। তাঁরা লেখেন, 'আমাদের দাবির আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ুক চিৎকার হয়ে। দেখা হচ্ছে বিকেল ৪টেয়, ধর্মতলার অনশনমঞ্চে।' রবিবার কর্মসূচির কথা আগেই জানিয়েছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তবে সেই কর্মসূচির নির্দিষ্ট কোনও নাম আগে জানানো হয়নি। শুক্রবার অনশনমঞ্চ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন স্নিগ্ধা হাজরা, সায়ন্তনী ঘোষ হাজরা, রুমেলিকা কুমারের মতো অনশনকারীরা। সে দিনই তাঁরা বলেছিলেন, 'রবিবার আপনারা এখানে আসুন। আমাদের পাশে একটু দাঁড়ান। আমাদের আশীর্বাদ করুন। আমরা না খেয়ে আছি। আমাদের কণ্ঠ দুর্বল হয়ে পড়েছে। আপনাদের কণ্ঠেই আমরা শক্তি পাব।' তার পর রবিবার সকালে 'চিৎকার সমাবেশে'র ঘোষণা করা হয়।

ছবি: সুবীর মজুমদার

শুক্রবার জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল, সোমবারের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে দাবিপূরণ না করলে মঙ্গলবার তাঁরা রাজ্যজুড়ে সর্বাত্মক চিকিৎসক ধর্মঘটের পথে হাঁটবেন। জুনিয়র, সিনিয়র সমস্ত ডাক্তার সেই ধর্মঘটে অংশ নেবেন। বাদ যাবে না বেসরকারি হাসপাতালগুলিও। সে দিন কোনও রোগীর কিছু হলে তার দায় হবে সরকারের। এর পরেই শনিবার ধর্মতলায় পৌঁছন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবরা। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের ফোনে কথা বলিয়ে দেন। ফোনেই ডাক্তারদের ১০ দফা দাবি এক এক করে শুনে জবাব দেন মমতা। কিছু দাবি মেটানোর জন্য তিন-চার মাস সময়ের কথা জানান তিনি। জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন তুলে নিয়ে কাজে ফিরতে অনুরোধ করেন। সোমবার বিকেল ৫টায় তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও ফোনেই জানিয়েছিলেন মমতা।

উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির প্রার্থিতালিকা প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের ছয় আসনে উপনির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল তৃণমূল। শাসকদল সূত্রে খবর, স্থানীয় নেতৃত্বের ওপরই ভরসা রেখেছে তৃণমূল।

৬ আসনের প্রার্থী	
নৈহাটি	সনৎ দে
হাড়োয়া	শেখ রবিউল ইসলাম
মেদিনীপুর	সুজয় হাজরা
তালড্যাংরা	ফাল্গুনী সিংহবাবু
মাদারিহাট	জয়প্রকাশ টোপ্পো
সিতাই	সঙ্গীতা রায়

সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন সঙ্গীতা রায়। নৈহাটিতে প্রার্থী করা হয়েছে সনৎ দেকে। মাদারিহাট কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো। হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম। তালড্যাংরা কেন্দ্রে প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহবাবু। মেদিনীপুরে তৃণমূলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সুজয় হাজরা।

নৈহাটির প্রার্থী সনৎ টাউন তৃণমূলের সভাপতি। দীর্ঘদিন তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত তিনি। তাই তাঁর ওপরই ভরসা রাখল বাংলার শাসকদল। অন্য দিকে মেদিনীপুরে প্রার্থী সুজয়ও তৃণমূলের অন্দরে খুবই পরিচিত নাম। তিনি তৃণমূলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি। তাঁকেই প্রার্থী হিসাবে বাছল তৃণমূল। তবে হাড়োয়া কেন্দ্রে কাকে প্রার্থী করা হবে তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। বসিরহাটের প্রয়াত সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের পদত্যাগের কারণে খালি হওয়া এই বিধানসভার আসনে দাবিদার ছিলেন অনেকেই। বসিরহাট লোকসভায় জয়ী হওয়ার পর তিনি বিধায়ক পদ ছেড়েছিলেন। আর তাঁর শূন্যস্থান পূরণে দলীয় নেতৃত্বকেও প্রার্থী ঠিক করতে বেশ বেগ পেতে হয়। প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন প্রয়াত সাংসদের দুই পুত্র আনারুল ইসলাম এবং রবিউল ইসলাম। এ ছাড়াও কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কন্যা প্রিয়দর্শিনীর নাম নিয়ে আলোচনা হলেও,রবিউলকেই প্রার্থী হিসাবে বেছে নিল তৃণমূল।

মেদিনীপুরের তৃণমূল কাকে প্রার্থী করবে তা নিয়ে কৌতূহল ছিল রাজনৈতিক মহলে। সুজয়ের ওপরই ভরসা রাখল দলীয় নেতৃত্ব। জুন যখন মেদিনীপুরের বিধায়ক ছিলেন তখন সুজয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাদ থাকলেও, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তা মিটিয়ে নেন দু'জনে। গত লোকসভায় জুনকে প্রার্থী করা হলে তাঁর হয়ে নির্বাচনে কাজ করেছিলেন সুজয়। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এখনও পর্যন্ত কখনও নির্বাচনে লড়েননি তিনি।

তৃণমূল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য হন সুজয়। ২০০২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত জেলা যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরে জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক হন। ২০২১ সালে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দায়িত্ব পান। বর্তমানে তিনি জেলা সভাপতি। কোনও দিনই নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। গত বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের হয়ে দায়িত্ব সামলেছেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যের এই ছয় আসনের বিধায়করা গত লোকসভা নির্বাচনে সাংসদ হয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুলের সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। হাড়োয়া আসনের বিধায়ক পদ ছেড়ে তিনি সাংসদ হন। হাড়োয়াতে উপনির্বাচন হলেও বসিরহাট লোকসভা আসনে এখনই ভোটগ্রহণ হচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, যে ছ'টি আসনে উপনির্বাচন হবে তার মধ্যে ২০২১ সালে বিজেপি জিতেছিল মাত্র একটিতে। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয় পান মনোজ টিগ্গা। মনোজ সাংসদ হওয়ায় সেই আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এবার বিজেপি সেই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে রাহুল লোহারকে। তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী করল জয়প্রকাশকে। এছাড়াও কোচবিহারে সিতাই আসন ছেড়ে তৃণমূলের সাংসদ হয়েছেন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক ব্যারাকপুরের সাংসদ হয়েছেন। জুন মালিয়া এবং অরূপ চক্রবর্তী সাংসদ হওয়ায় মেদিনীপুর এবং তালড্যাংড়া আসন বর্তমানে শূন্য। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা, সিতাই, মাদারিহাট, নৈহাটি, হাড়োয়া, মেদিনীপুর এবং তালড্যাংড়া আসনে ১৩ নভেম্বর ভোটগ্রহণ হবে। সর্বত্রই গণনা হবে ২৩ নভেম্বর।

দিল্লির সিআরপিএফ স্কুলের সামনে বিস্ফোরণে ১০ ফুট পর্যন্ত 'শকওয়েভ'

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর: রবিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ রোহিণীর প্রশান্ত বিহার এলাকার ওই স্কুলের সামনে বিস্ফোরণ হয়। সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যায় স্কুলের আশপাশ। দিল্লির রোহিণীতে সিআরপিএফ স্কুলের সামনে বিস্ফোরণটি 'ডায়রেকশনাল ব্লাস্ট' বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। অর্থাৎ বিস্ফোরণের প্রভাব যাতে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, সেই কৌশলই ব্যবহার করা হয়েছে এ ক্ষেত্রে। সূত্রের খবর, বিস্ফোরক এমন ভাবে রাখা হয়েছিল যাতে ১০ ফুট দূর পর্যন্ত একটি 'শকওয়েভ' সৃষ্টি হয়। ফলে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হবে। রোহিণীর এই বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে বিস্ফোরকে 'রিফ্লেকটিভ প্রেসারের' মাধ্যমে বিশাল এলাকা জুড়ে কম্পন সৃষ্টির কৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল। তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্রে খবর, এ রকম ঘটনায় কঠিন এবং তরল পদার্থের মধ্যে উচ্চচাপ সৃষ্টি করে গ্যাসে পরিণত করা হয়। বিস্ফোরণের পর সেই গ্যাস দ্রুতগতিতে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে বলে শক্তিশালী একটি কম্পন অনুভূত হয়। যা আশপাশের এলাকায় শব্দের চেয়ে বেশি গতিতে পৌঁছনোয় ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়। আর সে কারণেই বিস্ফোরণের পর পরই বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। পাশাপাশি সিআরপিএফ স্কুলের দেওয়ালেও ফাটল ধরে যায়। তবে কেউ হতাহত হননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিস্ফোরণের পর বিকট একটি গন্ধে ভরে যায় এলাকা। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের প্রকৃতি দেখে তদন্তকারীরা মনে করছেন পুরো পরিকল্পনা করেই 'ডায়রেকশনাল' বিস্ফোরণ করানো হয়েছে। এই ঘটনার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দিল্লি পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করেছে দিল্লি পুলিশ। দ্রুত এই মামলাকে বিশেষ দলের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এই বিস্ফোরের ঘটনায় তদন্ত করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ), সিআরপিএফ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি) এবং ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল)।

ফরেন্সিক দল সূত্রে খবর, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে বিস্ফোরণে তাজা বোমার মতো কিছু ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে এখনও স্পষ্ট নয়, বিস্ফোরণ ঘটাতে কী জাতীয় বিস্ফোরক ব্যবহার হয়েছে। স্কুলের সামনে উদ্ধার হওয়া সাদা পাউডারও পরীক্ষা করছে ফরেন্সিক দল। পুলিশ জানিয়েছে, পৌনে ৮টা নাগাদ তাদের কাছে বিস্ফোরণের খবর আসে। জানানো হয়, সেক্টর ১৪-র সিআরপিএফ স্কুলের পাশে বিস্ফোরণ হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দেখে আশপাশের কয়েকটি দোকানের কাচ ভেঙে গিয়েছে। একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রথমে মনে হয়েছিল গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার পরই আশপাশের থানাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। বাজারগুলিতে নজরদারি বৃদ্ধি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাসিন্দাদের অনুরোধ করা হয়েছে সন্দেহজনক কোনও বস্তু দেখলেই পুলিশকে যেন খবর দেওয়া হয়। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে কোনও জঙ্গিযোগ রয়েছে কি না আলাদা ভাবে তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা।

বঙ্গে 'ডানা' ঝাপটাবে ঘূর্ণিঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। বৃহস্পতিবার তা চলে আসবে ওড়িশা ও বাংলা উপকূলের কাছাকাছি। এর প্রভাব পড়বে বাংলায়, রবিবার ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি) তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছে। বৃহস্পতি থেকে শনিবারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির হওয়ার আশঙ্কা করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। যার নাম 'ডানা'। এই ঘূর্ণিঝড় ওড়িশা, অন্ধপ্রদেশ অথবা বাংলাদেশের দিকে আছড়ে পড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে এর কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়? হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, মঙ্গলবার থেকে 'ডানা'র প্রভাব দেখা যাবে বাংলার উপকূলে। ২৩ অক্টোবর, বুধবার বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়। তার প্রভাবে ২৩ থেকে ২৫ অক্টোবর ওড়িশা উপকূলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। কলকাতা-সহ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরও এই ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়ে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করেছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সাগরের ওপর দমকা হাওয়ার গতি হতে পারে ঘণ্টায় ১৩৫ কিলোমিটার। বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করে রবিবার মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের ওপর থাকা ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হতে পারে। এই নিম্নচাপ অঞ্চল সাগরের ওপর দিয়ে ক্রমেই পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে পারে। ২২ অক্টোবর, মঙ্গলবার সকালে সেই নিম্নচাপ অঞ্চল শক্তিবৃদ্ধি করে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। পরের দিন, ২৩ অক্টোবর, বুধবার পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর সেই নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে তার নাম হবে 'ডানা'। কাতার এই নাম রেখেছে।

সাগরের ওপর দিয়ে সেই ঘূর্ণিঝড় উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে পারে। ২৪ অক্টোবর সকালে ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূল সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে পৌঁছতে পারে ঘূর্ণিঝড়। এর প্রভাবে ২৩ থেকে ২৫ অক্টোবর ওড়িশা উপকূলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। ২১ অক্টোবর, সোমবারের মধ্যে মৎস্যজীবীদের উপকূলে ফিরে আসার কথা বলেছে তারা।

এই নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়তে চলেছে পশ্চিমবঙ্গেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার সাগরে তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়। তার প্রভাবে ওই দিন দক্ষিণের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। তার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার)-এর পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। ওই চার জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার উপকূলে পৌঁছতে পারে ঘূর্ণিঝড়। তার প্রভাবে দক্ষিণের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সেখানে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলায় সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি না হলেও চলবে ঝড়বৃষ্টি। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আগামী শুক্র এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টি হবে। তবে কোথাও সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ২৪ অক্টোবর জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর, মালদহেও বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে জেলার সব জায়গায় বৃষ্টি হবে না। ওই দিন উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই ঘূর্ণিঝড় এবং নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তাল থাকতে পারে সমুদ্র। আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ২৩ অক্টোবর, বুধবার পর্যন্ত আন্দামান সাগরের উপর দমকা হাওয়ার গতি থাকতে পারে ঘণ্টায় প্রায় ৫৫ কিলোমিটার। মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপরেও ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে পারে দমকা হাওয়ার গতি। ২২ অক্টোবর সেই গতিবেগ হতে পারে ৬০ কিলোমিটার। ২৩ অক্টোবর উত্তর বঙ্গোপসাগরের ওপর দমকা হাওয়ার সেই গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়ে হতে পারে ৮৫ কিলোমিটার। ওই দিনই বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড়। তার পরের দিন উপকূলে পৌঁছতে পারে ঘূর্ণিঝড়। সে সময় উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর দমকা হাওয়ার গতি হতে পারে ঘণ্টায় ১৩৫ কিলোমিটার। ঝোড়ো হাওয়ার গতি থাকতে পারে ৯০ থেকে ১২০ কিলোমিটার। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে দমকা হাওয়ার গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটার।

ভার্চুয়ালি বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: রবিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের ভার্চুয়ালি শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর মাধ্যমে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর এবং দক্ষিণ মালদা, সিকিম, অসম, পূর্ব বিহার, এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ সুবিধা পাবে। কাওয়াখালির এসজেডিএ ময়দান প্রধানমন্ত্রীর 'সবকা সাথ, সাবকা বিকাশ' মন্ত্রের সাক্ষী থাকলো।

এই অঞ্চলের শিল্প, পর্যটন, প্রকৃতির ভারসাম্য এবং আধুনিকতার কথা মাথায় রেখে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে গ্রিন বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন টারমিনালটি প্রায় ৭০ হাজার স্কয়ার মিটারের নির্মিত হবে, যার মাধ্যমে পিক আওয়ার্সে প্রায় ৩০০০ যাত্রী, এবং বার্ষিক ২০ মিলিয়ন যাত্রীকে সুবিধা দেওয়া হবে। এছাড়াও ৩২১ বিমানের জন্য দশটি পার্কিং বে, এবং মাল্টি লেভেল পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ সহ অন্যান্য।

মেট্রো রেলওয়ের ৪০ বছর পূর্তি উদযাপনে ওয়াকথন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ১৮ থেকে ২৪ অক্টোবর, পর্যন্ত জাতির প্রতি তার গৌরবময় ৪০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। এই উদযাপনের অংশ হিসাবে, মেট্রো রেলওয়ে রবিবার সকালে পার্ক স্ট্রিট থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত একটি ওয়াকথনের আয়োজন করে। মেট্রো রেলওয়ের জেলারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি এই ওয়াকথনের ফ্ল্যাগ অফ করেন। মেট্রো রেলওয়ে মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভাপতি পি শ্রীলতা সহ মেট্রো রেলওয়ের সিনিয়র অফিসার, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, ইস্টার্ন রেলওয়ের স্কাউটস ও গাইড এবং বহু মেট্রো কর্মীরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। রনপা এবং ঢাকিদের সঙ্গে শিল্পীরাও এই ওয়াকথনের বাড়তি আকর্ষণ কাড়ে।

এই ওয়াকাথনে দুটি টেবিল, একটি পুরানো নন-এসি রেকের প্রতিরূপ এবং আরেকটি কলকাতার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক অর্থনীতিতে মেট্রোর অবদানকে চিত্রিত করে। এই দুটি টেবিল দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে এই ওয়াকথন। নিউ এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে গিয়ে যাত্রা শেষ হয়। পার্ক স্ট্রিট থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পুরো ওয়াকওয়েটি গেট, ড্রপ ডাউন ব্যানার এবং মেট্রো রেলওয়ের বিবর্তন, অগ্রগতি হোর্ডিং দিয়ে সুন্দরভাবে ব্র্যান্ড করা হয়। এসপ্ল্যানেড যাওয়ার পথে, সাধারণ মানুষও এদিন এই ওয়াকাথনে যোগ দেন।

ওয়াকাথনের পরে, এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের সূর্যনগর আনন্দমান আশ্রমের ৩০ জন অনাথের জন্য হুগলি নদীর নীচে একটি আনন্দযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারা জিএম এবং শ্রীমতী পি. শ্রীলথার সঙ্গে এই রাইডটি উপভোগ করে। উদযাপন উপলক্ষে নিউ এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে একটি সিট অ্যান্ড ড্র প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় স্কুলের শিশু ও অনাথ বাচ্চারা অংশগ্রহণ করে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Ruma Chakraborty, W/O - Baidyanath Pati, residing at Kajora (CT), Barddhaman, W.B., do hereby solemnly declare and affirm that my name has been recorded in L.I.C Policy as Ruma Chakraborty Pati and in my daughter's Birth Certificate as Ruma Pati. The all names Ruma Chakraborty, Ruma Chakraborty pati and Ruma Pati are same and identical persons vide affidavit by 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Dated 04-10-2024

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১শে অক্টোবর। ৪ঠা কার্তিক। সোম বার। চতুর্থী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টত্তরী রবি র মহাদশা, বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্তুত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সৃজনশীলতার সঙ্গী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অভিনব চিত্র-প্রদর্শনী কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে এক অভিনব চিত্র প্রদর্শনীর সাক্ষী রইল শহর কলকাতা। 'এআই আর্ট অন ক্যানভাস' নামের এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার দেবাশিস সেন। অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি শিল্পকর্মগুলি, যা সৃজনশীলতা ও শিল্পী সত্ত্বার প্রচলিত ধারণা বদলে দিতে সক্ষম।

অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত চিত্রগুলি উন্নত অ্যালগোরিদম ও ডিপ লার্নিং মডেলের সাহায্যে তৈরি, যেখানে মানুষের কল্পনা এবং যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন। প্রদর্শিত সমস্ত ছবিতেই ছিল শিল্পীর সই, অকৃত্রিমতার শংসাপত্র, এবং বিশেষ কিউআর কোড, যার মাধ্যমে 'মাই আর্ট রেজিস্ট্রি' নামের একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটে গিয়ে শিল্পকর্মগুলির মৌলিকত্ব যাচাই করা যাবে।

কালীপুজো ও ভাইফোঁটায় বাজারদর নিয়ন্ত্রণ রাখতে উদ্যোগী নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের তৎপরতায় পুজোর সময় বাজারে মাছ, সবজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম সাধারণের নাগালের মধ্যে ছিল অনেকটাই। এবার কালীপুজো ও ভাইফোঁটার সময়ও যাতে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে থাকে সে ব্যাপারে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। টাস্ক ফোর্স, এনফোর্সমেন্ট শাখার নিয়মিত নজরদারি, সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি-সহ যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তা চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে নবান্ন। রবিবার জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে দুর্গোৎসবকালীন সময়ে কৃষিজ বিপণন বিভাগ সুফল বাংলার মাধ্যমে বাজারে বিভিন্ন সবজির জোগান বজায় ও মূল্য নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে যে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছিল তা সর্বতোভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। সুফল বাংলার এই সাম্প্রতিক প্রয়াসগুলি বাজারে বিভিন্ন সবজির দাম কমাতে এবং জোগান বাড়াতে সফল হয়েছে। উৎসব পরবর্তীকালীন সময়েও এই পদক্ষেপগুলি বাজারে কৃষিজ পণ্যের জোগান ও মূল্য স্থিতিশীল রাখবে। কলকাতা-সহ রাজ্যের সব জেলায় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের সমন্বয়ে টাস্ক ফোর্স নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করছে, যাতে বাজারে সমস্ত প্রকার সবজির জোগান বৃদ্ধি পায় ও মূল্য স্থিতিশীল থাকে। এই কাজ ভবিষ্যতেও চলবে।

সেখানে আরও বলা হয়েছে রাজ্যের হিমঘরগুলিতে বর্তমানে পর্যাপ্ত ১৯ লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুদ রয়েছে। পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুফল বাংলার মাধ্যমে সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে ২০০ টনের বেশি সুখসাগর পেঁয়াজ কেনা হয়েছে। সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে টমেটো, কাঁচা লঙ্কার মত সবজি ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কম দামে বিক্রি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

জামুরিয়ার ব্লক দুয়ে বিজয়া সম্মেলনীর সাথে যোগদান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্ম যার যার উৎসব সবার , এই ভাবনা কে সামনে রেখে ছুটির দিন রবিবার জামুরিয়া দু'নম্বর ব্লকের রবীন্দ্র নজরুল সাংস্কৃতিক মঞ্চে মঞ্চস্থ হল বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ব্লকে ব্লকে জেলায় জেলায় এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান ব্যতিক্রম হয়নি জামুরিয়া ব্লক ২ এ।

আগামী দিনে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং দলের সংগঠনকে মজবুত করার জন্য উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বার্তা তুলে ধরেন। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জামুরিয়া বিধায়ক হরে রাম সিং, জামুরিয়া ব্লক ২ এর ব্লক সভাপতি সিদ্ধার্থ রানা। জামুরিয়া এক নম্বর ব্লকের সভাপতি সুব্রত অধিকারী জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষা পুতুল ব্যানার্জি, প্রেমপাল সিং, অসিত মন্ডল, লতিফা কাজি , অভিনব মুখার্জি , দিনেশ চক্রবর্তী, জামুরিয়া ব্লক ২ এর অঞ্চল সভাপতি থেকে শুরু করে যুব সভাপতি সহ পঞ্চায়েত প্রধান , উপ - প্রধান এছাড়াও আরো বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ।

ধর্মতলায় ডাক্তারদের ডাকে চিৎকার সমাবেশে সাধারণ মানুষের জমায়েত।

অন্ডালের গ্রামে আবারও ধস, আতঙ্কিত মানুষদের পুনর্বাসনের দাবি, ইসিএলের প্রতি অবহেলার অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালের জামবাদ গ্রামে রবিবার সকালে আবারও ধসের ঘটনা ঘটলো। এরফলে গ্রামের বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা ইসিএলের বিরুদ্ধে এই ধসের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ জানানোর পাশাপাশি পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন। এদিন সকালে ধসের ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় আসেন বহুলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কৃষ্ণা ভুঁইয়া। তিনি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে, তাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন।

পরে পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, এমন ঘটনা এই এলাকায় বারবার ঘটছে। যে কারণে এখানকার মানুষের খুবই আতঙ্কিত। তারা পুনর্বাসনের দাবি জানাচ্ছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ইসিএল বা ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আর তাই আতঙ্কের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন এলাকার মানুষেরা । তিনি আরো বলেন, এদিন সকালেই দুই জায়গায় ধসের ঘটনা ঘটে। তাতে বিশালাকার গর্ত তৈরি হয়। চার বছর আগে একই ঘটনায় এক মহিলা মাটির নিচে চাপা পড়েছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য জায়গাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ইসিএলের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। এখানকার মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য কোনো অর্থবহ পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, জামবাদ ওসিপি চালু হওয়ার সময় প্রথম দফায় কিছু এলাকার মানুষদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় জামবাদ মোড় এলাকার মানুষদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ প্রায় ২৫ বছর অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত এই এলাকার মানুষদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয় নি। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, যত দ্রুত সম্ভব এখানকার মানুষদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তা যদি না করা হয় ও এখানকার মানুষেরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি না পান, তাহলে আগামী দিনে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন করা হবে।

লাদাখ হাসদেও সহ দেশজোড়া সমস্ত প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার্থে ১২ ঘণ্টা প্রতীকী অনশন কলেজ স্ট্রিটে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর ২০২৪, ৪ কার্তিক, সোমবার

হাড়োয়া ও নৈহাটির প্রার্থী ঘোষণা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনায় নানা টালবাহানার পর রাজ্যের ৬টি বিধানসভার উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তর ২৪ পরগনায় দুটি আসনে ভোট হবে, হাড়োয়া ও নৈহাটি। এই দুই আসনের প্রার্থীর জন্য একাধিক দাবিদার থাকলেও শেষমেশ হাড়োয়া বিধানসভার কেন্দ্রের জন্য বেছে নেওয়া হল বসিরহাটের সাংসদ তথা হাড়োয়ার প্রাক্তন বিধায়ক সদ্য প্রয়াত হাজি শেখ নুরুল ইসলানের মেজো ছেলে রবিউল ইসলামকে। রবিউল জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ব্যবসায়ীক কারণে সেই সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য বেছে নেওয়া হল নৈহাটি পুরসভার সিআইসি সনৎ দে-কে।

হাড়োয়ার তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলাম

নৈহাটির তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হাড়োয়া বিধানসভার থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয় পেয়েছিলেন হাজি শেখ নুরুল ইসলাম। এবং নৈহাটি বিধানসভা থেকে জয় পেয়েছিলেন পার্থ ভৌমিক। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে দলের নির্দেশে বসিরহাট কেন্দ্র থেকে দাঁড়ান শেখ নুরুল ইসলাম এবং ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়ান পার্থ ভৌমিক। দুজনই দুটি লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয় পান। ফলে হাড়োয়া ও নৈহাটি এই দুটি বিধানসভা বিধায়কহীন হয়ে পড়ে। সে কারণেই আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের অন্য ৪টি কেন্দ্রের সঙ্গে এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। যেহেতু এই দুটি কেন্দ্র থেকে বিধানসভা ও লোকসভা দুটি নির্বাচনেই তৃণমূল জয় পেয়েছিল, সেহেতু রাজনৈতিক মহলের দাবি এই দুটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল জয়ের সম্ভাবনা প্রবল। তবে দুই কেন্দ্রের জন্য একাধিক দাবিদার থাকায় তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠী কোন্দল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনা বিশেষ করে হাড়োয়ার ক্ষেত্রে প্রবল। ইতিমধ্যে হাড়োয়াতে 'বহিরাগত প্রার্থী চাই না' বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পেস্টার পড়েছে। পাশাপাশি আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেও পোস্টার পড়েছে আরও একদল তৃণমূল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। ফলে প্রার্থী ঘোষণার পরেও গোষ্ঠী কোন্দল মাথাব্যথার কারণ হতে পারে জোড়াফুল শিবিরের। তবে শেষ হাসি কে হাসবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ২৩ নভেম্বর ভোট ঘোষণার দিন পর্যন্ত।

'১৩ মাসের জন্য বিজেপিকে বিশ্বাস করে দেখুন', আর্জি নৈহাটির বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের আবহে বাংলায় প্রথম ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হতে চলেছে আগামী ১৩ নভেম্বর। শনিবার রাতেই নৈহাটি কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী হিসেবে রূপক মিত্রের নাম ঘোষণা করেছে গেরুয়া শিবির। তারপর রবিবারই বেলায় বড়মার কাছে পুজো দিলেন নৈহাটি কেন্দ্রের গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী রূপক মিত্র। বড়মার কাছে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্র নৈহাটিবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, '১৩ বছর আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখেছেন। এবার ১৩ মাসের জন্য বিজেপিকে বিশ্বাস করে দেখুন। আপনাদের সব আশা হয়তো পূরণ করতে পারব না। কিন্তু আপনাদের শিরদাঁড়াটা সোজা আছে সেটা প্রমাণ করে দেখাব।' তাঁর দাবি, শাসকদলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর রিগিং নৈহাটির মানুষ আটকে দেবে। আর

মানুষ ভোট দিতে পারলে তিনি একশো শতাংশ জিতবেন। রূপকের কথায়, নৈহাটির মানুষের ওপর তাঁর আস্থা আছে। নৈহাটির মানুষ এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাজ করে দেখাবে। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তনীদের মিছিলে হামলার ঘটনার প্রভাব ব্যালট বাক্সে পড়বে। নৈহাটিতে দলের কোন্দল নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, এখানে কোনও গোষ্ঠি দ্বন্দ্ব নেই। গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নেই বলেই শাসকদলের আগেই প্রার্থীর নাম তাঁরা ঘোষণা করে দিয়েছে। এদিন বড়মার মন্দিরে রূপক মিত্র ছাড়াও হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দোপাধ্যায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ।

উপনির্বাচনের আগে আবাস সমীক্ষা বন্ধ রাখার আর্জিতে কমিশনকে চিঠি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন ৬ বিধানসভায় উপনির্বাচনের আগে এবার পাঁচ জেলায় আবাস যোজনার সমীক্ষা বন্ধ রাখার আর্জি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তথা সিইও-কে এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিল বিজেপি। এদিকে সমীক্ষার কাজ ২১ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

বিজেপির বক্তব্য, এই সমীক্ষা সময় বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সরাসরি ভোটারদের প্রলোভন দিতে পারে শাসকদল। ভোটাররা এতে প্রভাবিত হতে পারেন। তাই নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে এই সমীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিক কমিশন।

সমীক্ষা সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনামা এবং বিজেপির দাবি সম্বলিত চিঠি ইতিমধ্যেই নির্বাচন সদন, দিল্লিতে পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) আরিজ আফতাব। এমনটাই খবর সূত্রের। অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের তরফে পাঁচ জেলায় সমীক্ষার কাজ নির্বাচনী বিধি থেকে ছাড় দেওয়ার জন্য কমিশনের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আপাতত সিদ্ধান্তের বল কমিশনের কোর্টে রয়েছে। এখন দেখার কমিশন এই আবাস যোজনার সমীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আর্জিতে সাড়া দেয় নাকি বিজেপির দাবি মেনে সমীক্ষা বন্ধ রাখতে রাজ্যকে নির্দেশ দেয়। নজর রয়েছে দুই শিবিরেরই।

শিরদাঁড়া সোজা না বাঁকা ১৩ নভেম্বর জবাব দেবে নৈহাটির মানুষ: সনৎ দে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার রাতে ঘোষিত হয়েছে রাজ্যের ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের গেরুয়া প্রার্থীদের নামের তালিকা। রবিবার বেলায় ঘোষিত হল সেই ছয় কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীদের নামও। নৈহাটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে নৈহাটি পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি সনৎ দে-কে। নাম ঘোষণা হতেই নিজের হাতে দেওয়ালও লিখলেন তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে। এদিন বিকেলে বড়মার কাছে পুজো দিলেন তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে। পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সনৎ দে বলেন, মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম, সকলেই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে এং নির্বাচন পর্ব খুব শান্তিতে কাটে। তাঁর সংযোজন, মায়ের কাছে পুজো দিয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেছেন নৈহাটির মানুষের শিরদাঁড়া বাঁকা। জেতার পর সেই শিরদাঁড়া নাকি উনি সোজা করে দেবেন। তৃণমূল প্রার্থী পাল্টা জবাবে বলেছেন, মায়ের সামনে বিজেপি প্রার্থী নৈহাটির মানুষকে অপমান করলেন। নৈহাটির মানুষ আগামী ১৩ নভেম্বর এর জবাব দিয়ে দেবেন তাঁদের শিরদাঁড়া সোজা না বাঁকা। ৫০ হাজারের বেশি ব্যবধানে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে। ভোটে জিতে সাংসদ পার্থ ভৌমিকের সঙ্গে আলোচনা করে নৈহাটিবাসীর চাহিদা মেনে তিনি উন্নয়নমূলক কাজ করবেন।

সন্দীপ ও অভিজিতের কথপোকথনে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের সিবিআই তদন্তে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। ৯ আগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের মধ্যে একাধিকবার কথা হয়েছিল। ঘটনার দিন প্রাক্তন ওসিকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। সেই কথোপকথন গোপন করতেই মুছে ফেলা হয়েছিল একাধিক কল রেকর্ডিং। দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। সেই সমস্ত কল রেকর্ড উদ্ধার করা গিয়েছে বলেই সিবিআই সূত্রের দাবি।

তদন্তকারীদের দাবি, অভিজিৎ মণ্ডলের ফোনে অটো কল রেকর্ডিং মোড অন ছিল। তাই সমস্ত কল রেকর্ড হয়েছিল। ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে সেই সমস্ত মুছে ফেলা কথোপকথন উদ্ধার করেছে সিবিআই। তাঁদের স্ক্যানারে রয়েছে চারটি হার্ড ডিস্কের ফুটেজ। ইতিমধ্যে ওই হার্ড ডিস্কে থাকা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ ফরেন্সিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে আদালতের অনুমতি পেয়েছে তারা।

সন্দীপ ঘোষের নারকো অ্যানালিসিস পরীক্ষার আবেদন জানিয়েছিল সিবিআই। একইসঙ্গে সিবিআইয়ের পক্ষে শিয়ালদা আদালতে অভিজিৎ মণ্ডলেরও পলিগ্রাফ পরীক্ষার আবেদন জানানো হয়।

এ বিষয়ে দুজনের মত নেওয়ার জন্য আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিল বিচারক। যদিও সূত্রের খবর, দুজনই ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন যে, তাঁরা এই পরীক্ষায় রাজি নন।

এবার তৃণমূলের বিধায়কের নিশানায় বিচারপতিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের পর একাধিক তৃণমূল নেতাদের চিকিৎসকদের নিশানা করতে দেখা গিয়েছে। এবার তৃণমূলের নিশানায় বিচারপতিরা। তৃণমূল বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগের দাবি, বিচারপতিরা সকলে বিজেপি-র লোক। যা ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

শনিবার কালনা ২ ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই ছিলেন কালনার তৃণমূল বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ। মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'বিচারপতিরা সকলে বিজেপির

লোক।'

বিধায়ক বলেন, 'রাত দখলের নামে আরজি করে যখন ভাঙচুর হল তখন বিচারপতিরা বলছেন বাংলার পুলিশের কাছে কোনও তথ্য নেই? কেন তাঁরা আগাম সুরক্ষা রাখল না। একটা ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র চলছে। আপনারাই পারেন এটা প্রতিহত করতে। এটা প্রমাণিত যে বিচারে যে সমস্ত রায় সরকারের বিরুদ্ধে। এবং বিচারপতিরা সবাই বিজেপির লোক। আমি কী ভাবে বলছি? নিজেদের পদ থেকে সরে এসে তারা কেউ লোকসভা প্রার্থী হচ্ছে, কেউ আবার রাজ্যপাল হয়ে যাচ্ছেন।'

দুর্যোগের মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা আরও প্রবল হচ্ছে। শনিবার মধ্য আন্দামান সাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এটি বুধবারে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। দুর্যোগের মোকাবিলা করতে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ।

বৃহস্পতি থেকে শনিবারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির হওয়ার আশঙ্কা করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। যার নাম হতে চলেছে 'ডানা'। এই ঘূর্ণিঝড় ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ অথবা বাংলাদেশের দিকে আছড়ে পড়তে পারে বলে অনুমান করছে আন্তর্জাতিক মডেলগুলি। বাংলায় এর কতটা প্রভাব পড়বে তা স্পষ্ট নয়। তবুও ঝুঁকি নিতে নারাজ রাজ্য সরকার। দুর্যোগ মোকাবিলা করতে তাই সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে। এদিন নবান্ন মুখ্যসচিব জেলা প্রশাসকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন। নবান্ন সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে জেলাশাসকদের বলা হয়েছে। বিশেষ করে উপকূলবর্তী এলাকায় বাঁধগুলি কেমন রয়েছে তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। এলাকাবাসী ও মৎস্যজীবীদের সতর্ক করা। ত্রাণ শিবির খোলা। পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত করে রাখতে হবে।

আন্তর্জাতিক মডেলগুলির তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতি থেকে শনিবারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে চলেছে। যার গতিবেগ ঘন্টায় ১২০ কিমি হতে পারে। সেটি ওড়িশা থেকে বাংলাদেশের বরিশালের মধ্যে কোথাও আছড়ে পড়তে পারে। যদিও আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর ঘূর্ণিঝড় নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সতর্কতা জারি করেনি। শনিবার আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বলেন, 'আন্দামান সাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। সোমবার মধ্য বঙ্গোপসাগরে এসে এটি নিম্নচাপে পরিণত হবে। শক্তি বাড়িয়ে বুধবার অতি গভীর নিম্নচাপে রূপ নিয়ে মায়ানমার বা অন্ধ্রের যে কোনও উপকূলের স্থলভাগে প্রবেশ করবে। ফলে উত্তাল থাকবে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে নামার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ইতিপূর্বে মধ্য আরব সাগরে একটি নিম্নচাপ হয়েছে। দুদিন পর এই নিম্নচাপ পশ্চিমবঙ্গ উত্তর পশ্চিম দিকে ভারতীয় উপকূল বিপরীতে সরে যাবে। এই নিম্নচাপ এলাকা থেকে অন্ধ্র উপকূল পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা রয়েছে যেটি কর্ণাটকের উপর দিয়ে গিয়েছে।'

অনশনের জেরে ব্যাহত হচ্ছে না স্বাস্থ্য পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনশন চললেও অনশনের জেরে ব্যাহত হচ্ছে না স্বাস্থ্য পরিষেবা। এনআরএসের বিরল অস্ত্রোপচার তেমনই প্রমাণ করল। এনআরএসে এক নবজাতকের পেট থেকে অস্ত্রোপচার করে বার করা হল যমজ ভ্রূণ।

মালদার নবজাতকের জটিল অস্ত্রোপচার করে প্রাণরক্ষা এনআরএসের শিশু শল্য বিভাগের। নবজাতকের বয়স যখন দু'দিন, তখন তাকে মালদা থেকে এনআরএসে স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর ১৮ দিনের মাথায় ওই শিশুর অপারেশন করেন এনআরএসের শিশু শল্য বিভাগের চিকিৎসকরা। শিশুটির অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, এটা অন্তত একটা জটিল অস্ত্রোপচার ছিল।

এনআরএসের চিকিৎসক কৌশিক সাহা বলেন, 'যখন যমজ বাচ্চা তৈরি হয়, তখন প্রকৃতির কিছু বেনিয়মের ফলে একটি বাচ্চার পেটের মধ্যেই আরেকটি ভ্রূণের অবশিষ্টাংশ ঢুকে যায়। সেখান থেকে রক্ত আহরণ করে বাড়তে থাকে। ওটা পরিপূর্ণ ভ্রূণ নয়। ওটা পার্সিয়াল ভ্রূণ, হাত পা কিছুটা, শিরদাঁড়া কিছুটা, মাথার কিছুটা অংশ থাকে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার এই বাচ্চাটির পেটের মধ্যে দুটি এরকম ভ্রূণ পাওয়া গিয়েছে।'

সিনিয়র চিকিৎসক কৌশিক সাহা আরও জানান, এই যমজের পেটে যে ভ্রূণদুটো ছিল। দুটো ভ্রূণের আবার হাতে আঙুল, পায়ের আঙুল তৈরি হয়েছে। এটা খুবই

অস্বাভাবিক।চিকিৎসকের কথায়, 'নবজাতকের শরীকে আরেকটা ভ্রূণ তৈরি হয় অনেক সময়। কিন্তু এক নবজাতকের শরীরে দুটো ভ্রূণ তৈরি হওয়া, এটা আমার জীবনে আমি কখনও দেখিনি।'

ইএসআই অগ্নিকাণ্ডে মৃতের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদার ইএসআই হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত ক্যানসার আক্রান্ত রোগী উত্তম বর্ধনের দেহের ময়না তদন্ত হয়েছে শনিবার, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রের খবর, ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তমের ফুসফুসে কালো ধোঁয়ার অস্তিত্ব মিলেছে। দমবন্ধ হওয়ার কারণেই এই মৃত্যু বলে রিপোর্টে অনুমান। তবে, চূড়ান্ত রিপোর্ট এলেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

শুক্রবার ভোরে ইএসআই হাসপাতালে আগুন লাগে। উত্তমের পরিবারের অভিযোগ ছিল, আগুন লাগার ফলে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে উত্তমের। এ দিন ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট সেই অভিযোগই সত্যি হওয়ার ইঙ্গিত দিল। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, আগুন লাগার কারণে উত্তমের মৃত্যু হয়নি।

আদতে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার বাসিন্দা হলেও স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে ৫৪ বছরের উত্তম থাকতেন বাগুইআটির জোড়া

মন্দিরের কাছে। এ দিন উত্তমের মেয়ে মাম্পি বর্ধন বলেন, 'আমি কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই।' উত্তমের মৃত্যুর ঘটনায় নারকেলডাঙা থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। উল্টো দিকে, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার বিরুদ্ধে থানায় গাফিলতির অভিযোগ করেছেন হাসপাতালের সুপার অদিতি দাস। এ দিন হাসপাতালে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিক দল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ইএসআইসি-র তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল ভবনের কাঠামোগত মূল্যায়নের জন্য দুর্গাপুর এনআইটি থেকে দল এসেছিল।

শুক্রবার হাসপাতালের দোতলায় পুরুষদের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে আগুন লাগে। তার পর থেকে বন্ধ রয়েছে হাসপাতালের বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার। ফলে, রোগীরা দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন। তবে, হাসপাতালের সুপার জানিয়েছেন, ডে কেয়ার, জরুরি বিভাগ খোলা রয়েছে। তিনি বলেন, 'হিমোফিলিয়ার রোগী যাঁরা এসেছিলেন, জরুরি বিভাগ থেকে তাঁদের ওষুধ, ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। সময় মতো ওষুধ না পেলে হিমোফিলিয়ার রোগীরা অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ডে কেয়ার থেকে কেমোথেরাপিও দেওয়া হয়েছে।' পাশাপাশি, তিনি এটাও জানিয়েছেন, অপারেশন থিয়েটারে সংস্কারের কাজ চলছিল। তাই আগে থেকেই ওটি বন্ধ ছিল।

আবার কবে শিয়ালদার ইএসআই হাসপাতালে পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি সুপার। তিনি বলেন, 'ফরেন্সিক দল, দুর্গাপুর এনআইটি থেকে যে দল এসেছে, তারা ছাড়পত্র দেবে। এই ব্যাপারে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।' হাসপাতাল সূত্রের খবর, আগুন লাগার পরে সেখানকার রোগীদের নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়। অনেক রোগীকে স্থানান্তরিত করা হয় মানিকতলার ইএসআই হাসপাতালে। এ দিন শিয়ালদহের ইএসআই থেকে চিকিৎসকেরা সেখানে গিয়ে রোগীদের দেখে এসেছেন বলে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। অদিতি বলেন, 'ওখানে অনেকেই ক্যানসারের রোগী। মানিকতলার ইএসআই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। যাঁদের কেমোথেরাপি দরকার, তাঁদের মানিকতলার ইএসআই হাসপাতালেই তা দেওয়া হবে।'

মেটিয়াবুরুজ নাগরিকবৃন্দের অনশন মঞ্চে থেকে ডাক্তারদের পাশে থাকার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলার অনশন মঞ্চে শনিবার ভরদুপুরে কী ঘটছে, সেই খবর তাঁরা পাচ্ছিলেন মেটিয়াবুরুজের বাঁধাবটতলায় বসেই। গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ নাগরিকবৃন্দের প্রকাশ্য অনশন মঞ্চে বসে আলপনা দত্ত বা সুজাউদ্দিন মোল্লারা বললেন, 'ছেলেমেয়েগুলোর দাবি না-মেনে ওদের চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যা মেনে নেওয়া যায় না!'

ধর্মতলার অনশন মঞ্চে ডাক্তারদের আন্দোলন তাঁদেরই আন্দোলন। এই বার্তা দিয়ে এ দিন ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশনে শামিল হয়েছিলেন গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দাদের একটি নাগরিক মঞ্চের সদস্যদের একাংশ। এই কর্মসূচিও যেন মিলিয়ে দিল সমাজের নানা শ্রেণির মানুষকে। অনশনকারীদের মধ্যে বয়সে প্রবীণতম, ৬৭ বছরের আলপনা দত্ত। বছর চারেক আগে একমাত্র কন্যা রায়াকে হারিয়েছেন তিনি। এখন এলাকায় রায়ার নামে নিখরচার একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে (রায়া দেবনাথ ফ্রি মেডিক্যাল সেন্টার) পরিষেবা দেওয়ার কর্মকাণ্ড নিয়েই মেতে থাকেন আলপনা ও স্বামী কুশল। অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষিকা আলপনা বলছিলেন, 'আমার মেয়ে থাকলেও এখন অনশনকারী ডাক্তারদের আন্দোলন নিয়েই মেতে থাকত! শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দিনে মেয়ের না-থাকাটা বড় বেশি বাজছে! ও থাকলে যা করত, আমরাও তা-ই করছি! রাজ্য সরকার ন্যায্য দাবি মেনে না-নিলে আমাদের আন্দোলন আরও তীব্র হবে।' অনশনরত ডাক্তারদের কারও কারও সঙ্গে রায়া দেবনাথ ফ্রি মেডিক্যাল সেন্টারের কাজের যোগ রয়েছে। সেই সূত্রে কুশল, আলপনার সঙ্গেও তাঁদের অনেকের পরিচয়। সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশনে ছিলেন ডাক্তার, সমাজকর্মী, গৃহবধূ, গৃহ-পরিচারিকা থেকে তরুণ ছাত্রছাত্রীরা। পেশায় দর্জি তথা তৈরি পোশাকের কারবারি সুজাউদ্দিন মোল্লার মেটিয়াবুরুজে ছোট কারখানা রয়েছে। তিনি বললেন, 'পুজোর পরে কালীপুজো, দিওয়ালির আগে এই সময়টা আমাদের কাজের চাপ ভালই। অর্ডারমাফিক তৈরি করা অনেক পোশাকই মুম্বই, দিল্লিতে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের দাবিতে আন্দোলন তো যে কোনও সময়েই হয়ে থাকে। ডাক্তার ছেলেমেয়েরা আমাদের সন্তানদের মতোই। পথে নামতে হতই!' পেশায় গৃহ-পরিচারিকা ডলি বণিক সকালে কাজের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিকেলে ছুটি নিয়ে অনশন করছেন তিনি। তোর্শা জায়েদকা হরিণঘাটার একটি কলেজ থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে সবে স্নাতক হয়েছেন। তিনিও অনশন করছেন। রেহানা বিবি গৃহবধূ। রাত ১০টা পর্যন্ত জলও খাননি তিনি। চিকিৎসক স্বরূপকুমার দাস, নিমাই চৌধুরী, রুকসানা ওয়ারশি, শামিম আখতার, নাজিমুল বাগানি, তন্দ্রা কাঁড়ার প্রমুখ মোট ১৬ জন অনশনে শামিল। আলপনা বললেন, 'আমাদের ছেলেমেয়ের মতো যাঁরা, তাঁরা অনশন চালিয়ে গেলে আমাদেরও কষ্ট নেই। আমরা ওই ডাক্তারদের নেতৃত্বেই লড়ছি।'

সম্পাদকীয়

ওষুধ নিয়ে উদাসীনতা কত মানুষের প্রাণ যে অকালে কেড়ে নিচ্ছে তার খবর কি কেউ রাখে?

ভারতকে বিশ্বের ফার্মেসি বলা হয়, কারণ বিশ্বের কুড়ি শতাংশ জেনেরিক ওষুধ ভারত থেকে রফতানি হয় নানা দেশে। জেনেরিক ওষুধের মান নিয়ে ভারতের চিকিৎসকরা বার বার প্রশ্ন তুলেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে, ব্র্যান্ড নাম-সম্বলিত ওষুধও নিরাপদ নয়। ২০২২ সালে ভারতে তৈরি কাফ সিরাপ খেয়ে আফ্রিকার গাম্বিয়ায় ঊনসত্তর জন শিশুর কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাদের মৃত্যু হয়েছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ বিষয়ে ভারতকে সতর্ক করলে সিডিএসসিও ধারাবাহিক তদন্তে বিভিন্ন ফার্মা সংস্থার নানা ত্রুটি আবিষ্কার করে। ভারত সরকার নিয়ম করে, পরীক্ষা না করে কোনও কাফ সিরাপ রফতানি হবে না। এর পরেও ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সিডিএসসিও-র পরীক্ষায় চুয়ান্নটি সংস্থার তৈরি কাফ সিরাপ বাতিল হয়েছিল। অর্থাৎ সরকারি সতর্কতা সত্ত্বেও মানের সুরক্ষা সম্ভব হয়নি। সেপ্টেম্বরে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে স্যালাইন চালানোয় রোগীদের কাঁপুনি শুরু হয়। ওই ব্যাচের স্যালাইন পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত হয়েছে। ওই হাসপাতালে এমন সঙ্কট গত বছরও দেখা গিয়েছিল। অর্থাৎ নিম্নমানের ওষুধ বা জাল ওষুধ ব্যতিক্রমী নয়, বিচ্ছিন্নও নয়। বার বার সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রকাশ্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, স্যালাইন কিংবা ওষুধের মানে সমস্যা রয়েছে। সেগুলি হয় কাজ করছে না, নয়তো রোগীর বিপদ ঘটাচ্ছে। কিন্তু প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই দেখা যায়নি যে, ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাকে দোষী সাব্যস্ত করে কঠোর শাস্তি দিয়েছে সরকার। সম্প্রতি আর জি কর হাসপাতালে সিল-করা প্যাকেটের ভিতর থেকে রক্তের ছোপ-ধরা গ্লাভস পাওয়ার সংবাদও রাজ্যবাসীকে বিপর্যস্ত করেছে। দুর্নীতি, অবহেলার এই চক্র কত প্রাণ অকালে কেড়ে নিচ্ছে, ওষুধের প্রতি প্রতিরোধ তৈরি করে জনস্বাস্থ্যকে কতখানি বিপন্ন করছে, তার আন্দাজ করতেও ভয় হয়। এখনই এই বিপদের নিরসন প্রয়োজন।

শব্দবাণ-৭৭

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শস্য ধ্বংসকারী কীট ৩. পায়চারি ৪. বেগ, গতি ৬. কার্যালয়, অফিস ৯. দ্বীপান্তর ১০. সজ্ঞানে যা করা হয়েছে।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গলিয়ে ফেলা ২. শেষ, সমাপ্ত ৩. রসে বা পুঁজে ভরতি এমন ৫. শুদ্ধি, শোধন ৭. লেপ কিংবা বালাপোশ ৮. ধ্বনিত।

সমাধান: শব্দবাণ-৭৬

পাশাপাশি: ২. আম্রপল্লব ৫. ন্যাবা ৬. বিজ্ঞ ৭. জাদু ৮. শুভ্র ১০. মহারজত।

উপর-নীচ: ১. ভল্ল ২.আত্মবিভ্রম ৩. পথ্য ৪. বন্যাদুর্গত ৯. ঘর ১১. হাম।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুরজিৎ সিং বারনালা

১৯২৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুরজিৎ সিং বারনালার জন্মদিন।*
১৯৩১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাম্মী কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কুলভূষণ খারবান্দার জন্মদিন।*

একুশে অক্টোবরও স্বাধীনতা সংগ্রামের এক স্মরণীয় দিন

শান্তনু রায়

আজ ২১শে অক্টোবর এই দিনটি এলেই সচেতন ভারতবাসীর স্মরণে আসে যে একাশি বছর আগের এ দিনটিতে সকাল থেকেই প্রায় গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যেন ভেঙ্গে পড়েছিল সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিং সেদিন সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের আমন্ত্রিত মাননীয় অতিথিবর্গ- দলে দলে হাজির উৎসুক সাধারন মানুষ,প্রধানত ভারতীয়দের সামনে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হয়েছিল- সমবেত সকলের প্রবল হর্ষধ্বনির মাঝে। সুন্দর করে সাজানো গোছানো বিরাট মঞ্চে উপস্থিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পোষাকে সজ্জিত হয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু উদ্বেল উপস্থিত জনতার সামনে প্রবাসের স্বাধীন সরকার স্থাপনের ঘোষণাপত্র পাঠ করে স্পষ্টত জানিয়ে দিলেনঃ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত নাগরিকদের সমান অধিকার ও ধর্মগত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি খসমস্ত ভারতবাসীকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র ধারণের আহ্বান জানাচ্ছি খ.চরম আত্মত্যাগেরজন্য আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন সংগ্রাম আসন্ন জয় হিন্দ্!

তিনমাসাধিক কাল দীর্ঘ ও চরম বিপদসঙ্কুল সাবমেরিন যাত্রা শেষে মাস পাঁচেক আগে সুভাষ চন্দ্র পৌঁছেছেন জাপানের মাটিতে সেই থেকে যে সলতে পাকানোর শুরু, তার একটা পর্যায়ের সার্থক পরিণতির রূপ পেল এই আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর জীবনের তিনটি স্বপ্নের মধ্যে -ভারতবর্ষের নিজস্ব সেনাবাহিনীর স্বপ্ন পরিপূর্ণ হয়েছে ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে,আজ তাঁর আরও একটি স্বপ্ন- সফল হলো অস্থায়ী এবং প্রবাসে হলেও স্বাধীন সরকার গঠনের এমনই একটি লগ্নে আশায়ই যেন তিনি এতকাল ছিলেন উন্মুখ এবার এই অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের নিজস্ব সেনাবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্মুখসমরে সফল করবে তৃতীয় স্বপ্ন-ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এরপর রাষ্ট্রনায়ক ও প্রধানমন্ত্রি হিসেবে নেতাজির শপথ গ্রহণের পর একে একে শপথ নিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষী স্বামীনাথন (নারী সংগঠন) এস এ আয়ার (প্রচার)লেঃ কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি (অর্থ) সহ আজাদ হিন্দ সরকারের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহন করলেন। দু'দিনের মাথায় জাপ প্রধানমন্ত্রি জেনারেল তোজোর'ইয়োর এক্সেলেন্সি' সম্বোধনে অভিনন্দন বার্তায় এই সরকারকে প্রথম স্বীকৃতি দিল জাপান এরপর একে একে বিশ্বের আরো আটটি রাষ্ট্র বার্মা (অধুনা মায়নামার, ক্রোটিয়া, জার্মানী, মাঞ্চুকু ও চিনের নানকিং সরকার ইতালী, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড সরকার স্বীকৃতি দিল এই আজাদ হিন্দ সরকারকে- অভিনন্দন বার্তা এল সুদূর আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে এল ডি ভ্যালেরার।

২২শে অক্টোবর ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটা পার হতেই ইথার তরঙ্গে ভেসে এল সেই বলিষ্ঠ দৃপ্ত উচ্চারণ-আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করছি ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে রাত্রির নিঃস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ঘোষিত হল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্মুখ সমরের সেই নির্ভীক আহ্বান জেগে উঠল যেন দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া-বিস্ময়ে দেখল আবিশ্ব-এভাবেও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সম্ভব! সমগ্র বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতাযুদ্ধ যেন নতুন করে প্রণোদনা লাভ করল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে সেই যোদ্ধা-সন্ন্যাসীর সাথী স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের প্রতি এই উদাত্ত আহবানে-শোন, ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে-ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকছে, কোটি কোটি স্বদেশবাসী আমাদের ডাকছে। রক্তের ডাক এসেছে। ওঠো সময় নষ্ট করো না। অস্ত্র হাতে নাও সামনে আমাদের পথপ্রদর্শকদের প্রস্তুত পথ। এই পথেই আমরা এগিয়ে যাব... দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী!

প্রসঙ্গত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই প্রথমস্বাধীন সরকারের ছিল নিজস্ব ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা, যোগাযোগ ও বিচার ব্যবস্থা সম্মুখ সমরেও আই এন এ'র প্রাথমিকভাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্যে এদেশের স্বাধীনতার লড়াই এক অতুলনীয় উচ্চতার উন্নীত হয়েছিল যা নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর কাছে শ্লাঘার বিষয় যদিও বিভ্রান্ত স্বদেশবাসীদের একাংশ সর্বতোভাবে সাড়া দিতে পারেনি তাঁর বলিষ্ঠ আহ্বানে বি ভি 'র নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের ভাষায়... কিন্তু সমগ্র সংগ্রামী দেশবাসীর মত আমরাও তাঁহাকে (সুভাষচন্দ্র) যথাযোগ্য সাহায্য দিতে পারি নাই। দেশ পিছাইয়া থাকিল বলিয়াই বিপ্লবের মাধ্যমে বাঞ্ছিতস্বাধীনতা আসিল না।

কিরকম ছিল তখন এদেশের প্রেক্ষাপট।বস্তুত ১৯৪১ সালে গৃহবন্দী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং বার্লিন থেকে তাঁর বেতার ভাষনে প্রকাশ পেল বৈদেশিক সাহায্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা। ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল।

১৯৪২ সালের ১৩ই মার্চ 'Fascist in India' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক ইংরাজী স্টেটসম্যান লিখল— '...Nevertheless we all know that Bengal was the home of a small but convinced pro-fascist party led by Mr. Subhas Chandra Bose. It is the business of the Govt to round up the enemies of the country forthwith and put them to death. No quarter whatever should be given to them.....The penalty for traitors to India must be death–"

এই সম্পাদকীয় দেশের অগনিত সুভাষ-অনুগামীদের মধ্যে এক ত্রাসের সঞ্চার করল। ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের ২১ শে জুন জার্মানি সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমন করে বসায় ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের কাছে রাতারাতি 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত হল। এর আগে পর্যন্ত তাঁরা বলে আসছিলেন এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 'এক পাইও নয় এক ভাইও নয়' হঠাত সেই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁদের প্রচন্ড আক্রোশ গিয়ে পড়ল নেতাজী অনুগামীদের উপর। বামপন্থী দাবিদার কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরা দেওয়ালে দেওয়ালে নেতাজী অনুগামীদের বিরুদ্ধে পোস্টার সেঁটে দিলেন ''shoot them"। এদিকে শরৎচন্দ্র বসুকেও সরকার অন্তরীন করে রেখেছে দক্ষিণ ভারতের কুনুর এ।

এ রকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অনুগামীদের মনে সাহস যোগাতে এগিয়ে এসেছিলেন দেশনেত্রী বিপ্লবী লীলা রায়-নেতাজি ও সুভাষবাদের একনিষ্ঠ অনুগামী। বলিষ্ঠ উচ্চারনে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন, জবাব দ্যিেছিলেন বিনিদ্র রজনীতে রচিত শানিত লেখনীতে— We shall not stand it. 1942 এর ১৯শে মার্চ থেকে পর পর তিনদিনে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই প্রবন্ধটি। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ফরয়ার্ডব্লককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করাহয়। লীলা রায়ের জয়শ্রী'পত্রিকার অফিসেও পুলিশ তালা লাগিয়ে বন্ধ করে এবং অফিসের সমস্ত জিনিসপত্র ক্রোক করে নিয়ে যায়। ১৯৪২ সালের এপ্রিলে অনিল রায় ও লীলা রায় গ্রেপ্তার হন। শোনা যায় ১৯৪৪এ আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন ইম্ফলের দ্বারপ্রান্তে তখন নেতাজী চেষ্টা করেছিলেন তাঁর এই নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত অনুগামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে কিন্তু দূর্ভাগ্য তাঁরা দুজনেই তখন জেলে বন্দী।

অন্যদিকে মাতৃভুমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে মরণপন লড়াইকরে যখন আগুয়ান আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন পণ্ডিত নেহরু করছেন সদর্প ঘোষণা "The way Subhas Bose has chosen is naturally wrong'.I cannot accept but must oppose . I will receive him wih open sword"

প্রসঙ্গত ত্রিপুরীর ঘটনার অনেক পরে ষাটের দশকের গোড়ায় সাংবাদিক তারা জিনকিনের কাছে স্মৃতিচারণকালে নেহরু স্বীকার করেছিলেন- It is true – I did let Subhash down '(Reporting India – Tara Jinkin –1962)

এতদ্ব্যতীত নেতাজীর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যের সুযোগে লুণ্ঠিত হয়েছে আজাদ হিন্দ সরকারের বিপুল ধনসম্পদও।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সাফল্য বিবিধ কারনে চূড়ান্ত বা স্থায়ী না হলেও মনে রাখতে হবে এই সশস্ত্র লড়াইয়ের অভিঘাতে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি যে প্রকম্পিত হয়েছিল তা স্বীকৃত শত্রুপক্ষীয় নথিপত্রে-ব্যক্তিগত অভিমতেও। অধিকন্তু অতুলনীয় সাহসিক এই স্বাধীনতাযুদ্ধের অভিঘাতে কেবলমাত্র এ উপমহাদেশে বিদেশি শাসনের অবসান ত্বরান্বিত হয়েছিল তা নয়, নতুন করে গভীরভাবে প্রাণিত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছোটছোট দেশগুলির বিদেশি শাসন থেকে মুক্তিপিপাসু জনগণও-সাফল্যও পেয়েছিল। অনেকাংশে সামগ্রিকভাবে এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তির শোষণের বিরুদ্ধে নবজাগরণের অনুঘটক হয়ে উঠেছিল এই অনন্য বীরত্বপূর্ণ দেশপ্রেমের সাহসী নজির।

আর এই আজাদ হিন্দ ফৌজই হল 'শক হুনদল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন' এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যত্যই সেদিন সমস্ত সন্দেহ অবিশ্বাস ভুলে হিন্দু,মুসলমান,শিখ,খ্রীষ্টান, বাঙালি-অবাঙালি সবাই একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল এই আজাদ হিন্দ ফৌজে একজন মানুষ যে নিজ ধর্মাচরণ পালন করেও যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেন তারও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সুভাষচন্ত্র এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ।আজাদ হিন্দ বাহিনীর মূলমন্ত্র ছিল-ইত্তমদ (বিশ্বাস), ইত্তেফাক (ঐক্য) এবং কুরবানি (আত্মত্যাগ) নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত ফৌজের সদস্যরা মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করতেন এই মন্ত্রে-তারা ফৌজি ক্যান্টিনে খেতেন পাশাপাশি বসে-জাতি ধর্মের দোহাই দেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না ফৌজের বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাভাষী সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সুদৃঢ় করেছিল 'জয় হিন্দ' শব্দবন্ধ প্রসঙ্গত গান্ধিজীও একবার বলেছিলেন— The greatest and the lasting act of Netaji was that he abolished all distinctions of caste and class. আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিবর্গ বা নিকটতম সহকর্মী নির্বাচনেও নেতাজির এই দূরদর্শিতা লক্ষ্যনীয় ব্যাঙ্ককে থাকলে গভীর রাতে রামকৃষ্ণমিশনে যেতেন উপাসনায় কিন্তু প্রকাশ্যে ধার্মিকতা দেখানো তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন একজন ধর্মপ্রান ব্যক্তি হয়েও কীভাবে কোনও ধর্মের প্রতি পক্ষপাত না দেখিয়েও রাজনীতি করা বা প্রশাসন চালানো যায়-কিন্তু এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন— কথায় ও কাজে এক হওয়া। তিনি ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রন এর পক্ষপাতী ছিলেন না, সাময়িক সুবিধা লাভের জন্যও।আবিদ হাসানকেও একবার বলেছিলেন— রাজনীতির সঙ্গে কখনও ধর্মকে মিশিয়ে ফেলবে না-যে দৃষ্টান্ত আজকের দিনে অতীব প্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে খিলাফত আন্দোলন সংযুক্ত করার গান্ধিজীর প্রচেষ্টার বিরোধী তিনি এ বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করে বলেছেন যে ঐ প্রচেষ্টা ভ্রান্ত ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের তীব্র বিরোধী তিনি বারবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রনাঙ্গন থেকে দেশবাসীকে সতর্ক করে গেছেন দেশভাগের বিষময় ফল সম্বন্ধে দ্বিজাতিতত্ত্বের যে বিষবৃক্ষ রোপন ও সযত্নে লালন করছিলেন চতুর ব্রিটিশ প্রশাসন কোন কোন মহলের সহযোগিতায়, নেতাজি ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ তা নির্মূল করতে সক্রিয় ছিলেন সতত, এক জাতি হিসেবে অখণ্ড দেশের স্বাধীনতা অর্জন সুনিশ্চিত করতে।

নেতাজির সুচিন্তিত অভিমত ছিল পরাধীন ভারতবর্ষে বামপন্থা বলতে বোঝায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। এদেশের মেকী বামপন্থীদের আন্তর্জাতিকাবাদ তত্ত্বের মোড়কে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে রাতারাতি জনযুদ্ধের তকমা দিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধতা ও বিশ্বাসঘাতকতাও ধরা পড়েছে তাঁর পর্যবেক্ষনে— 'ভারতবর্ষে আমরা এমন যুদ্ধে অনেক লোক দেখিতে পাই — যাঁহারা বামপন্থী বলিয়া ভান করেন... এইসব ছদ্ম বামপন্থীদের ফ্যাশান হইয়াছে ব্রিটিশ সরকারকে বিপ্লবী আখ্যা দেওয়া, যেহেতু ঐ সরকার নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী। কিন্তু নিজেদের সুবিধার্থে তাঁহারা বিস্মৃত হন যে-ব্রিটেনের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ।এবং বিশ্বের বৃহত্তম বিপ্লবী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসি সরকারের সহিত পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেদ।

এমন বক্তব্যে অনুরণন পাওয়া যায় ইতিহাসের আরেক বর্নময় চরিত্র ব্রহ্মবান্ধবের অনেক আগের এক রচনারঃএকদল লোক বিশ্বপ্রেমের আদর্শে আঘাত পড়ে বলিয়া স্বরাজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হন। দেশভক্তির সঙ্গে বুঝি বা বিশ্বপ্রেমের একটা স্বাভাবিক বিরোধ দাঁড়াইয়া যায়,ইহাদের প্রানে এই আশঙ্কাই অত্যন্ত বলবতী। ... পরাধীন অবস্থা সহজ অবস্থা নহে, পরাধীনতার অবস্থা শান্তির অবস্থা নহে। ইহা সংগ্রামের অবস্থা।

ইদানীং যে বা যারা হিটলারের সঙ্গে নেতাজির করমর্দনের ছবি টুইট করে কিংবা 'একই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া এবং হিটলারের জার্মানির কাছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সাহায্য' চাওয়া উল্লেখ করে তাঁকে 'চূড়ান্ত বাস্তববাদী' কটাক্ষ করেন তারা বোধকরি সচেতনভাবেই বিস্মৃত যে ১৯৩৯ সালে মহামতি লেনিনের 'সুযোগ্য' শিষ্য যোসেফ স্তালিন এই হিটলারের সাথে এক মৈত্রী চুক্তি করেন যা ইতিহাসে রুশ-জার্মান অনাক্রমন চুক্তি বা মলোটভ- রিবেনট্রপ চুক্তি নামে খ্যাত। ইতিহাসের অনুসন্ধিৎষ্ণু ছাত্রের নজরে এড়ায় না যে এই চুক্তির বলেই হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্তালিনের রাশিয়া যৌথ আক্রমনে ভাগাভাগি করে নেয় পোল্যান্ড।

তবুও চলে কুৎসা ও অপপ্রচার-কখনো তত্ত্বকথার মোড়কে; কেউ বা আবার বলেন, দেশের বাইরে থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা সঠিক ছিল না।

কিন্তু মাইকেল এডয়ার্ডস তার 'দি লাস্ট ইয়ার্স অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে বলেছেন 'Bose–the only one with a clear cut view of the world– was far away in Europe nurturing his plans to liberate India from outside'.

অন্যদিকে সমসাময়িক বিভিন্ন সরকারী নথিপত্রে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেক, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্স এটলী'র মন্তব্য থেকেও প্রমানিত আজাদ হিন্দফৌজের জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটেন এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

তবু ভবী ভোলে না ;সেই ইতিহাস পুরুষের বিরুদ্ধে আজও চলছে অপপ্রচার কোন কোন মহল দ্বারা, হয়ত কৌশল বদল হয়েছে মাত্র। সে মতোই ইণ্ডিয়া গেট্রে সামনে নেতাজির স্ট্যাচু বসানোর কথা ঘোষণা করার পরপরই এদেশের ও বিশ্বের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের বিবিধ বিরূপতা এবং রাজনৈতিক কারণে অসঙ্গত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ ছাড়াও তিনি হিটলারের সমর্থক ছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যেতে জার্মানিকে সাহায্য করেছিলেন— এমন একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ মাঝে মধ্যেই ভাসিয়ে দেওয়া হয় মধ্যমেধার দৌলতে কিংবা সচেতনভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে — যা অবশ্যই তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে নিরপেক্ষ বিচারের দাবি রাখে এবং সেই মিথ্যা অপপ্রচারের জাল বলিষ্ঠভাবে ছিন্ন করার দায়িত্ব যুক্তিবাদী মননের।

ফের শিশু কন্যার যৌন নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেপ্তার বৃদ্ধ, পকসো ধারায় মামলা দায়ের

অভিযুক্তের ৩ দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: রাজ্যের আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য থেকে দেশ। আরজি করের আবহে রাজ্যের একাধিক জায়গায় নারী নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসতে শুরু করেছে। নারী নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়ে কেন্দ্রের দ্বারস্থ হলেও হুঁশ ফিরছে না অপরাধীদের। তবে নারী নির্যাতনের ঘটনায় ছাড় মিলছে না শিশু কন্যাদেরও। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কটোয়ায়। এক শিশু কন্যাকে শ্লীলতাহানি ও যৌন নিগ্রহের অভিযোগে এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে কাটোয়া থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে কাটোয়া থানার অন্তর্গত এক আদিবাসী গ্রামে। ওই শিশুকন্যার বয়স তিনবছর বলে জানা গিয়েছে। প্রৌঢ় নিগৃহীত শিশুকন্যার প্রতিবেশী। ওই শিশুকন্যার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে কাটোয়া থানার পুলিশ ওই বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে রবিবার আদালতে পেশ করে। ধৃত ওই বৃদ্ধকে কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে আদালতের বিচারক তাকে ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

ওই শিশু কন্যার মায়ের অভিযোগ, শনিবার দুপুরে প্রতিবেশী মহেশ সোরেন নিজের ফাঁকা বাড়িতে তার তিন বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ করে। বিস্কুট দেওয়ার লোভ দেখিয়ে শনিবার দুপুরে পাড়ার দুটো শিশুকে নিয়ে গেলেও অভিযুক্ত মহেশ তার মেয়ের গোপনাঙ্গে হাত দেয় বলে অভিযোগ। শনিবার সন্ধের সময় ঘটনা জানাজানি হলে গ্রামবাসীরা প্রৌঢ় মহেশকে আটকে রেখে কাটোয়া থানায় খ বর দেয়। কাটোয়া থানার পুলিশ ওই প্রৌঢ়কে গ্রেপ্তার করে পাশাপাশি নিগৃহীতা শিশুর চিকিৎসার জন্য কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাকে ভর্তি করে নেয়। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার সুশান্তবরণ দত্ত জানিয়েছেন, শিশুকন্যার গোপনাঙ্গে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে। তবে শিশুর অবস্থা এখন স্থিতিশীল। পর্যবেক্ষণের জন্য ভর্তি রাখা হয়েছে। কাটোয়া থানার পুলিশ মহেশ সোরেনের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় ধর্ষণের চেষ্টার মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে।

কলকাতার দুর্গাপুজোর থিম আবারও দেখা যাবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: দুর্গা পাড়ি দিয়েছেন দেবলোকে। আবারও একটা বছরের অপেক্ষা! তবে অনেকেই আছেন যারা ইচ্ছা থাকলেও দুর্গাপুজোয় সব মণ্ডপে যাওয়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি। আবারও সুযোগ কলকাতার নামী-দামি প্যান্ডেল ঘুরে দেখার। কারণ কলকাতার বেশির ভাগ নামজাদা পুজোর থিমগুলিকে আবারও দেখা যাবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয়।

মাস ফুরোলেই দশভুজার অপর রূপ উমা হৈমন্তিকার পুজো। চন্দননগরের আলোর পাশাপাশি জগদ্ধাত্রী পুজোও সমানভাবে বিখ্যাত। গঙ্গাপাড়ের এই শহরের বিভিন্ন ক্লাবের পুজোয় সুরুচি, মুদিয়ালি, ত্রিধারা, হাজরা পার্কের এবছরের দুর্গাপুজোর মণ্ডপগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ কথায় আছে চন্দননগর আলো যা এ বছর যা দেখায় তা কলকাতা দেখতে পায় আগামী বছর। কলকাতা যা প্যান্ডেল দেখায় তা দেখা যায় আবারও চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয়।

কলকাতার বড় দুর্গাপুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম সুরুচি সংঘের পুজো। এবারের পুজোয় তাদের থিম ছিল ‘পুরনো সেই দিনের কথা’। পুরনো গাড়ি, মাছ ধরার জাল, তেলের টিন ব্যবহার করে মণ্ডপ তৈরি করে শিল্পী মানবজীবনের ফেলে আসা স্মৃতির কথা মনে করিয়েছিলেন। এবার সেই মণ্ডপ দেখা যাবে হুগলির মানকুণ্ডুর নিয়োগী বাগান জগদ্ধাত্রী পুজোয়। অন্যদিকে, ত্রিধারা অকালবোধনের থিম ‘অঙ্গন’ ফের তৈরি হচ্ছে চন্দননগরের হেলাপুকুর জগদ্ধাত্রী কমিটির পুজোয়।

এন্টালির ১৪ পল্লি উদয়ন সংঘের থিম ছিল পরম্পরা। চন্দননগরের বড়বাজার সর্বজনীনের পুজোয় দেখা যাবে সেই থিম। শুধু এই থিমগুলো নয়, মুদিয়ালি ক্লাবের ‘ত্রিমূর্তি’ পুনরায় তৈরি হবে মানকুণ্ডু সর্বজনীনের পুজোয়। হাজরা পার্কের ‘সুধী’ থিম দেখা যাবে চন্দননগরের খলিসানী সর্বজনীনের পুজোয়। ভাই ফোঁটার দিনে উদ্বোধন হবে বেশিরভাগ চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো। তার আগে কাজ চলছে এখন জোর কদমে। মণ্ডপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার কাজ ও বেশ কঠিন। সেই মোতাবেক চন্দননগরে শুরু হয়েছে কর্মব্যস্ততা। তবে শুধু কলকাতার মণ্ডপ উঠে আসবে চন্দননগরে এমনটা নয়। চন্দননগরে এমন অনেক জগদ্ধাত্রী পুজো রয়েছে যারা প্রতিবছর নতুন ভাবনা উপস্থাপন করে দর্শনার্থীদের কাছে। সেই সমস্ত পুজা মণ্ডপ তৈরির কাজও চলছে এখন জোর কদমে।

SBI এসবিআই এগ্রিকালচার কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চ রুদ্রনগর (০৬৪৮১) পো - রুদ্রনগর এবং থানা - সাগর জেলা - ২৪ পরগনা (দ) পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৭৩ ইমেল : sbi.06481@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সাধন পানিগ্রাহী এসবিআই এসিবি রুদ্রনগর শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে স্বর্ণ ঋণ নিয়েছিলেন, সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রাহক নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি স্বর্ণ ঋণ (০৫.১১.২০২৪) তারিখ **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, তাহলে নিলামের দিন (০৬.১১.২০২৪) তারিখ বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী সাধন পানিগ্রাহী

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	০৬.১১.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২০ সি	মোট ওজন ৬.৩০০ গ্রাম নিট ওজন ৪.৭০০ গ্রাম	২টি বাউটি পিন ছাড়া
২.	০৬.১১.২০২৪	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৪টা	২০ সি	মোট ওজন ১৯.১০০ গ্রাম নিট ওজন ১৪.৩০০ গ্রাম	৩ পিস দুল এবং চেন

তারিখ: ২১.১০.২০২৪, স্থান: রুদ্রনগর — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আউশগ্রামের সভায় যোগ দিয়ে জুনিয়র চিকিৎসকদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য দেবাংশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে মাওবাদীদের কোনও তফাৎ নেই বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের সভায় যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন তিনি। তার এই মন্তব্যের পরই রাজ্য জুড়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। এদিন দেবাংশু আরও বলেন, ২০০৩ সালে ও ২০০১ সালে আরজি কর হাসপাতালে তৎকালীন এসএফআই নেতা সুবর্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে আরজি কর হাসপাতালে যে দুর্নীতিচক্র চলত তিনি চান সেগুলো এবার প্রকাশ্যে আসুক। নবান্নে

জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠকে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ডাক্তার বাবুরা অনশন ত্যাগ করে পূর্ণ ভাবে কাজে ফেরত আসুক এটাই তিনি চান। জুনিয়র চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তাদের মাথার পেছনে যারা কলকাঠি নাড়ছে, জুনিয়র ডাক্তাররা তাদের চিনতে শিখুক। তবে জুনিয়র ডাক্তাররা যেভাবে হুমকি দিয়ে চলেছে, তাদের হুমকির বিষয়টা স্পষ্ট যে আগামী দিনে তারা মানুষ মারা শুরু করবে। কারণ চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ রাখা মানে হল মানুষ মারা। তাই মানুষ মারাকে যারা প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে মাওবাদীদের কোনও তফাৎ নেই বলেই তার মত।

রবিবার আউশগ্রাম ২নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী পালন করা হয় গেড়াই উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন দেবাংশু। তিনি ছাড়াও এখানে সাংসদ অসিত মাল, বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডার, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার,সহ সভাধিপতি গার্গী নাহা, রাজ্য তৃণমূল আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান দেবু টুডু, আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আব্দুল লালন সহ অন্যরারা উপস্থিত ছিলেন।

দেবাংশুকে মঙ্গলবার থেকে ডাক্তারদের ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি এদিন মাওবাদীদের সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের তুলনা টানেন।

এদিন আব্দুল লালনের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে ৫০০ জন পুরোহিত, ২০০ জন মওলানা এবং ২০০ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মোড়লদের সংবর্ধিত করা হয়। পাশাপাশি দলের পুরনো দিনের কর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এদিন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের রামনগর ও কোটা পঞ্চায়েত মিলে ১০ জন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা বিজেপি ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন দলীয় নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক মন্তব্যের জেরে পূর্ব বর্ধমান জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ ডাসুবর্ণ গোস্বামী দেবাংশু ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন দেবাংশু।

এ প্রসঙ্গে এ দিন দেবাংশু ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘মামলা করুক। আমি সেটা চাই। তাহলে আর দেরি করছে কেন? আমি তো চাই আদালতের চোখে অতীতের সেই বিষয়টি আসুক। যে ছেলেটি মারা গিয়েছিল বাম জমানায় যে সময় সুবর্ণ গোস্বামী এসএফআই নেতা ছিলেন আরজি কর হাসপাতালে। সেই সময়কার ইতিহাস প্রকাশ্যে আসুক। সে সময় পর্ন চক্র সহ নানা দুর্নীতি চক্রের মাথায় ছিলেন ওঁরা।’ অন্যদিকে এদিন কাটোয়ায় সাংগঠনিক সভায় যোগ দিয়ে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল নেতা দেবাংশুর বক্তব্যের পাল্টা বলেন, দেবাংশু তৃণমূলে থেকে মনুষ্যত্ববোধ হারিয়েছে।

বীরভূমের মহম্মদ বাজারে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে উপস্থিত অনুব্রত মণ্ডল, গগন সরকার, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা এবং সিউড়ি তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

তালড্যাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে এবার তৃণমূলের প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যের ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল শাসকদল তৃণমূল। রবিবাসরীয় দুপুরে রাজ্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এবারের উপনির্বাচনে তালড্যাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে ওই দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ফাল্গুনী সিংহবাবু।

উল্লেখ্য, বামপন্থী পরিবার থেকে উঠে আসা, পেশায় শিক্ষক ফাল্গুনী সিংহবাবুর ‘পরিচ্ছন্ন’ ভাবমূর্তির মানুষ হিসেবেই সিমলাপাল এলাকায় ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। স্থানীয় তালদা গ্রামের বাসিন্দা ফাল্গুনী বর্তমানে সিমলাপাল ব্লক তৃণমূলের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। দলের পক্ষ থেকে তালড্যাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষিত হওয়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ফাল্গুনী সিংহবাবু বলেন, দলনেত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, এই ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। এখন উপনির্বাচনে জিতে এই আসনটি দিদির পায়ে উপহার দিতে চাই। এবার দলের সবাইকে নিয়েই আলোচনা করে প্রচার শুরু করা হবে। তবে আরজি কর প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক, তা এখন যা চলছে শুধু টিভিতেই’। উন্নয়নকে সামনে রেখে প্রচার যেমন হবে, তেমনি বিধায়ক নির্বাচিত হলে আগামী দিনে এলাকার উন্নয়নই তাঁর লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে
মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U51109WB2003PTC096541
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর)** এর সম্পদসমূহ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’, ‘যে অবস্থায় আছে’ এবং ‘কোনো পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত’** ভিত্তিতে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে। উক্ত বিক্রির প্রস্তাব কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই সম্পাদিত হবে।
নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত মতে প্রস্তাবিত বিক্রির প্রক্রিয়াধীন সম্পদসমূহ অনলাইনে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স ই-প্রকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড-অকশন টাইগার ভায়া ওয়েবসাইট https://ncltauction.auctiontiger.net মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

প্রয়োজনীয় ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল	**২১.১০.২০২৪ থেকে ১১.১১.২০২৪ পর্যন্ত**
সাইট পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ তারিখ	**১১.১১.২০২৪ থেকে ২২.১১.২০২৪ পর্যন্ত**
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	**২২.১১.২০২৪ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে**

নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে।

নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৫.১১.২০২৪, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
ফ্ল্যাট নং ৩০৭, ৪র্থ তল, ব্লক বি, সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা - পাঁচপাড়া, জেএল নং ৩৭, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৯, এডিএসআরও রানিহাটি (৮১০.৩১ বর্গফুট)	৯,৮৯,৩৫৪	৯৮,৯৩৫	৫০,০০০
ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫ম তল, ব্লক বি, সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা - পাঁচপাড়া, জেএল নং ৩৭, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৯, এডিএসআরও রানিহাটি (৮৩২.২৭ বর্গফুট)	১০,৬৮,০৩৫	১,০৬,৮০৩	৫০,০০০
প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ফার্নিচার এবং ফিক্সচার এবং অফিস সরঞ্জাম সহ	৪৬,৫৩৯	৪,৬৫৪	৫,০০০
জামিন এবং আর্থিক সম্পদসমূহ	৯,৮৯,৩৫৪	৯৮,৯৩৫	৫০,০০০

আগ্রহী আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য সম্বলিত নথি বিস্তারিত ই-নিলাম টেন্ডার আবেদন ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার, অন্যান্য ফর্ম, এবং নিয়ম এবং শর্তাদি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সম্পর্কিত দেখতে পারেন। বিস্তারিত নথি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য নিয়ম এবং শর্তাদি সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ পেতে পারেন ইমেল মারফত cirp.rpapls@resurgentrp.com-তে লিখিত আবেদন করে। ইএমডি সফল ডাকদাতাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং অসফল ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডির জন্য কোনও সুদ দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে দেখুন ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদি নথি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত এবং সফল ডাকদানের পরিমাণ প্রদানের জন্য।

লিকুইডেটর যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিল করা বা সম্প্রসারণ করা বা সংশোধন করা, ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি পরিবর্তন করতে পারেন যেকোনও সময় কোনও কারণ না দেখিয়েই। আগ্রহী ডাকদাতারা তাদের টেন্ডার দাখিলের পূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন সম্পদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ যদি কিছু থাকে, নিজ ব্যয়ে সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

স্বা/-
প্রতীম বয়াল
রাজপ্রতীম এজেন্সিস প্রা. লি.-এর লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
রেজি নং - IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385
রেজি. অফিস ঠিকানা - ৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩
রেজি. ইমেল আইডি cirp.rpapls@resurgentrp.com
প্রকল্প-যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা - ৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০
যোগাযোগের নম্বর - (+৯১) ৯০৫১৪২৩৯৭০
ইমেল আইডি (নির্দিষ্ট প্রকল্প) - cirp.rpapls@resurgentrp.com
তারিখ - ২১.১০.২০২৪
স্থান - কলকাতা

তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে নাগরিক সমাজের প্রতীকী অনশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার ছাত্রীর ধর্ষণ খুনের ন্যায় বিচারের দাবিতে রবিবার প্রতীকী অনশনে বসেছে নাগরিক সমাজের একাংশ।

খান্দরা শিবতলা মোড়ে মঞ্চ করে অনশনে বসেছেন ৪৫ জন। রয়েছেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী প্রকাশ সরকার, অঞ্জন বক্সী, দেবমিতা সরকার, মনোজ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যরা। অঞ্জন বক্সী জানান, ঘটনার দু'মাস পরেও তিলোত্তমা এখনো ন্যায় বিচার পায়নি। জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি ন্যায় বিচারের দাবিতে দু'মাসের বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও জুনিয়র ডাক্তাররা অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সমর্থনেই এদিন প্রতীকী অনশন। সকাল ১০ টা থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত অনশন চলবে বলে জানান তিনি।

খনি অঞ্চল অন্ডালের জামবাদ এলাকায় ফের ধসের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডাল থানার অন্তর্গত পাণ্ডেশ্বর বিধানসভার অধীন কাজোরা এলাকার জামবাদ মোড়ে রবিবার বিকালে ফের ধসের ঘটনা ঘটায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ চলতি মাসেই কয়েকদিন আগেই এলাকায় এভাবে ধসের ঘটনা ঘটেছিল। ধসের কারণে বিশাল

গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল এলাকায়। সেই মুহূর্তে ইসিএল আধিকারিকরা ধসের গর্ত মাটি ভরাট দেয়। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বারবার এলাকায় এভাবে ধসের ঘটনা ঘটলেও ইসিএল কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছে না।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বহুলা পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণা ভুঁইয়া। তিনি অভিযোগ করেন বারবার ইসিয়ার কর্তৃপক্ষকে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে আসছে স্থানীয়রা কিন্তু এসিএল এ ব্যাপারে উদাসীন। তিনি জানান কয়েক বছর আগে এই এলাকায় ধসের কারণেই একটা আস্ত বাড়ির সহ এক মহিলা তলিয়ে যায় মাটির তলায়। বেশ কয়েকদিন পর মাটির তলা থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পাশাপাশি তিনি ইসিএল আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি পুরনো দিনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে স্থানীয় বাসিন্দারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন ইসিএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

চিকিৎসকদের লড়াইটা মুখ্য থাকুক দিলীপ ঘোষ

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই মন্তব্য বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের।

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: এই যে আন্দোলন চলছে, কে যে চালাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে, আমরাও বুঝতে পারছি না, পাবলিকও বুঝতে পারছে না পেছন দিক থেকে বামপন্থীরাই চালাচ্ছেন, আরজি কর কাণ্ডে জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন নিয়ে মন্তব্য বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের। আবার ওনাদেরই পুরনো একজন লোক কুণাল বাবুর সঙ্গে মিটিং করছে। যারা বলছেন বিজেপির সংঙ্গে সেটিং হয়ে গিয়েছে আবার সেটিংয়ে তাদের দেখা যাচ্ছে ঝোলা থেকে বিড়ালটা বেরিয়ে পরেছে। জুনিয়র ডাক্তাররা তারা যে লড়াইটা করছেন তাদের উপর ভরসা আছে, তারা যেন এই লড়াইটা মাঝখানে ছেড়ে না দেন বা দালালদের হাতে সঁপে না দেন। সময় বলবে আন্দোলন কোন দিকে যাচ্ছে মানুষ আশা করে বসে আছে আরজি করের আন্দোলন নিয়ে সেটা গৌন হয়ে যাচ্ছে। সেটা যাতে মুখ্য হয় সেটা চাইছি। আরজি করের আন্দোলনও চলবে ইলেকশন চলতে থাকবে বিরোধী দল হিসেবে লড়াই হবে তৃণমূলের সঙ্গে। হাবড়া বাণীপুরে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে এসে

উৎসব আবহে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উৎসব আবহে রক্তদান সংকট মেটাতে রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হল বারাসাতের বনমালীপুর এলাকায়। বনমালীপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে এদিন ৬৭ জন রক্ত দেন। সেই সঙ্গে কয়েকশো মানুষের হাতে মশারি তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুরসভার উপপুরপ্রধান তথা বারাসাত সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত, পুরপিতা দেবব্রত পাল, সুনীল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস মিত্র, নবব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ কাঁকসার এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হল এক যুবক। থানায় অভিযোগ দায়ের পরিবারের। রবিবার সকালে ওই যুবকের রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে কাঁকসার মাধবমাঠের বাসিন্দা ২১ বছর বয়সি রাহুল মেটে নামের এক যুবক বর্ধমানে ডাক্তার দেখানোর জন্য পানাগড় স্টেশন থেকে বর্ধমানে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করে তার কোনো খোঁজ না পাওয়ায় কাঁকসা থানায় ওই যুবকের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে শনিবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে কাঁকসা থানার পুলিশ। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, শুক্রবার সে সকালে বাড়ি থেকে বের হয় বর্ধমানে ডাক্তার দেখানোর কথা বলে। আদৌও সে বর্ধমানে পৌঁছেছিল কিনা তা কারোর জানা নেই। ওই যুবকের সন্ধান পেতে তারা বর্ধমানেও গিয়ে খোঁজ করেন শনিবার। তার পরেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তারা। রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

রাতভর হাতির তাণ্ডব লীলা কৃষকের ধানের জমিতে, ক্ষোভ স্থানীয় কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ‘এ যেন পাকা ধানে মই’ কিছুদিনের মধ্যে মাঠের লক্ষ্মীকে ঘরে তোলার কথা ছিল কৃষকদের তার আগেই সব শেষ। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, রাতে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর রেঞ্জের জঙ্গল লাগলো কাটুল গ্রাম সংলগ্ন চাষের জমিতে রাতভর তাণ্ডব লীলা চালায় আটটি হাতির একটি দল। নষ্ট করে দেয় বিঘার পর বিঘা ধানের জমি। কৃষকরা জানাচ্ছেন মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে তারা ধান চাষ করেছেন। এইভাবে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে হাতি এসে এলাকায় বিঘার পর বিঘা ধান নষ্ট করে দেওয়ার ফলে তারা কিভাবে মহাজনের ঋণ শোধ করবেন কিভাবেই বা সংসার চালাবেন এভাবেই রাতের ঘুম উড়েছে কৃষকদের। পাশাপাশি এর আগেও হাতির হানায় এলাকার মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ফলে আতঙ্কেই দিন কাটাতে হচ্ছে এলাকার মানুষদের। এই পরিস্থিতিতে সরকারি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন এলাকার কৃষকরা।

হাতের লেখা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সুন্দর হাতের লেখা সুন্দর ও সুন্দর মনের পরিচয়-এই বার্তাকে সামনে রেখেই ইন্দাসের মহেশপুর প্রণব যাত্রা ইউনিটের পক্ষ থেকে হাতের লেখা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার মহেশপুর গ্রামে এই প্রতিযোগিতা ঘিরে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে ৬৭ টি স্কুল থেকে ৮৭৩ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। তাদের মধ্য থেকে শিশু শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছ'টি বিভাগে ৪৮০ জন প্রতিযোগীকে মনোনীত করা হয়েছে ও তারা দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাড়াও আরও কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হবে বলেও তারা জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India **BOI** Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী আমীর রাজা খান এবং শ্রীমতি সাজিয়া খানাম। খ) শাখা : বার্নপুর শাখা।**	‘‘নবীল অ্যাপার্টমেন্ট’’ ৩য়তল, ২বিএইচকে ফ্ল্যাট, আজাদ নগর রোড, মল্লিক হার্ডওয়ার এবং গ্র্যান্ড ব্যাঙ্কোয়েট ম্যারেজ হলের নিকট, বার্নপুর, থানা : হীরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, প.ব., আসানসোল পৌর সংস্থা অধীন-৭১৩৩২৫। ভবনের ঢাকা এলাকা ৮৩৩.৬ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৪২ বর্গফুট (দলিল নং ১-২৩০৫-০৭৪৩৪/২০২২ তারিখ ২৪.০৮.২০২২)। ফ্ল্যাট দুই বেডরুম, এক সিটিং তথা ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এক কিচেন এবং এক ব্যালকনি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : ১১ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : ২৪ ফুট চওড়া সড়ক।	**ক) ১৭.১০.২০২৪ খ) ২৯.০৭.২০২৪ গ) ২৬,০০,০৫২.৮০ টাকা (ছাব্বিশ লাখ বাহান্ন টাকা এবং আশি পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ
২	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী অরিন্দম চ্যাটার্জি খ) শাখা : বার্নপুর শাখা।**	‘‘গণপতি এনক্লেভ’’ ফ্ল্যাট নং ৪-সি, ৫ম তল, শান্তিনগর, বার্নপুর হোল্ডিং নং ৪৮২/৪১০, আসানসোল পৌর সংস্থা অধীন,জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩২৫। ভবনের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৩০ বর্গফুট এবং একটি কার পার্কিং স্পেস এরিয়া ১০০ বর্গফুট একতলায় উক্ত অ্যাপার্টমেন্টের (দলিল নং ১-০২০৫-০২৪৮৪/২০১৯ তারিখ ২০.০৩.২০১৯)। ফ্ল্যাট দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম,দুই টয়লেট,এক কিচেন, এবং এক ব্যালকনি এবং সকল ফিটিংস এবং ফিক্সচার, ইলেক্ট্রিক্যাল ফিটিংস, লাইন, সংযোগ সমন্বিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বংশী কুশওয়ার ভবন, দক্ষিনে : ২৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং ১. রাজনারায়ণ কুমারী, ২. রাম রঞ্জন সিদ্ধান্ত, ৩. ত্রিশূল শর্মা, ৪. গোপীচাঁদ সিং, ৫. প্রেমলাল শাউ এবং ৬. রাম সিং এর ভবন, পূর্বে : ১. রাখহরি দত্ত, ২. প্রদীপ দাশগুপ্ত, ৩. প্রহ্লাদ মন্ডল, এবং অন্যান্য। পশ্চিমে : ১. ধরম নাথ শাউ এবং ২. অশোক গোপ।	**ক) ১৭.১০.২০২৪ খ) ২৩.০৭.২০২৪ গ) ২৭,০৬,৬৯৭.৫২ টাকা (সাতাশ লাখ ছয় হাজার ছশো সাতানব্বই টাকা এবং বাহান্ন পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ
৩	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী সৈয়দ মহম্মদ আফরোজ। খ) শাখা : বার্নপুর শাখা।**	জেলা বর্ধমান এবং অ্যাডি. জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস -আসানসোল, পরগনা : শেরগড়, তৌজি নং : ১৯, মৌজা : হীরাপুর, সিএস খতিয়ান নং ১৩৫, আরএস খতিয়ান নং ৬১২, ৬১৩, সিএশ দাগ নং ২৩ এবং ২৪, আরএস দাগ নং ৪৫০ এবং ৪৫১, পরিমাণ ১২০০ বর্গফুট জমি এবং তদস্থিত কাঁচা ভবন অংশ হোল্ডিং নং ৩৯২/৩৭৮ , ধরমপুর, ওয়ার্ড নং ৪৬, -এ এম সি -৭১৩৩২৫। **সম্পত্তির ঢাকা এরিয়া ১২০০ বর্গফুট (দলিল নং ৩৬৮৩ তারিখ ২৭.০৬.২০০১)** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক,দক্ষিণে : সৈয়দ মাকসুদ এর ভবন, পূর্বে : গলি, পশ্চিমে : গলি।	**ক) ১৮.১০.২০২৪ খ) ৩০.০৭.২০২৪ গ) ২১,২৪,৫৫৬.৬২ টাকা (একুশ লাখ চব্বিশ হাজার পাঁচশ ছাপান্ন টাকা এবং বাষট্টি পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১৯.১০.২০২৪
স্থান : বার্নপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

উপনির্বাচনের ৬টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে: ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ এতটাই ভরসা করেন করেন যে, ৬টা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ৬টিতে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে। অনেকেই বলছেন আন্দোলনের প্রভাব এই সমস্ত কিছুর কোনও প্রভাব পড়বে না উপনির্বাচনে।' রবিবার জেলায় বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দিতে এসে এমনটাই জানালেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। জানা গিয়েছে, রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কুমারগঞ্জ, হিলি ও কুশমন্ডি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দিতে আসেন ব্রাত্য বসু। কুমারগঞ্জ ব্লকের ডাঙ্গারহাট উচ্চ বিদ্যালয় আয়োজিত এদিনের এই বিজয়া সম্মিলনীতে ব্রাত্য বসু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল, কুমারগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি উজ্জ্বল বসাক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা, তৃণমূলের মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের নেতা বিজন সরকার, কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়িকা মাহমুদা বেগম সহ আরো অনেকে।

এদিন মঞ্চ থেকে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'মানুষ এতটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করেন যে আসন্ন উপনির্বাচনগুলির সবকটিতেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করবে। কেননা গ্রাম বাংলার সকলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন। আমি মনে করি ভোটে জেতাটা বড় বিষয় নয়। ভোটে উত্তর প্রদেশেও বিজেপি জেতে। কিন্তু একই সঙ্গে সেখানে মানুষ আন্দোলন করলে মানুষের উপরে বুলডোজার চালিয়ে দেয়, গুলি করে! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটে জেতেন এবং আন্দোলনকে সহানুভূতির চোখে দেখেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর এটাই পার্থক্য। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বলেছিল ২০০ বেশি সিট পাবে। কিন্তু পেয়েছিল ৭৭টি। এবার লোকসভা ভোটের আগে বলেছিল বিজেপি ৩৫ টির বেশি আসনে জয়লাভ করবে। কিন্তু পেয়েছে মাত্র ১২টি।'

অন্যদিকে, নাগরিক সমাজের আন্দোলন প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নাগরিক সমাজের যারা আন্দোলন করছেন তাঁরা অনেকেই সরকারি হাসপাতালে যান না। যান প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। পুজোর মধ্যে জুনিয়র ডাক্তাররা অনশন করেছেন। আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। তবে আমরা আশা রাখছি আগামীকালের মধ্যেই আলোচনায় জুনিয়র চিকিৎসকদের যে সমস্ত দাবিদাওয়া রয়েছে তা মিটে যাবে। কেননা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনকে সম্মান করেন। ভারতবর্ষে অন্য যে কোনও রাজ্যে আমরা দেখেছি আন্দোলন হলে লাঠি মেরে, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে বা অন্যভাবে আন্দোলনকারীদের তুলে দেওয়া হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে প্রায় হাতজোড় করে জুনিয়র চিকিৎসকদের আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের অনেক দাবি মেনেও নেন। এমনকী, তাদের দাবিমতো কলকাতা নগরপাল কেউ তাঁর পদ থেকে সরানো হয়েছে। এরপরেই চিকিৎসকদের কাজে ফেরার কথা। কিন্তু নাগরিক সমাজের অনেকে এবং জুনিয়ার চিকিৎসকরা অনেকে বললেন তাঁরা সন্তুষ্ট নন। জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে অনেকেই যারা নাগরিক সমাজের আন্দোলন করছেন আপনার মনে রাখবেন তাঁদের অনেকেই সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা করান না। তাঁদের বাড়ির কাউকেই সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান না। কিন্তু আমার আপনার বাড়ির লোক চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালের উপরে নির্ভরশীল।'

ফের বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু ৩ ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বন্ধুদের সঙ্গে মহানন্দা নদীতে স্নান করতে নেমে গভীর জলে তলিয়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের তিন ছাত্রের। রবিবার দুপুরে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার শ্রীপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরা এলাকার টেকনা নদীর ঘাটে। এই ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী থেকে শুরু করে নৌ-চালকেরা নদীতে ঝাঁপিয়ে তলিয়ে যাওয়া ওই তিন ছাত্রের তল্লাশি শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টার পর একই পরিবারের তিন কিশোরের নিথর দেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি তাদেরকে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেয়। গোটা ঘটনায় মাগুরা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরে ঘটনার তদন্তে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌঁছয় রতুয়া থানার পুলিশ। তিন ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিন ছাত্রের নাম বিশ্বজিৎ চৌধুরী (১৪), আদিত্য চৌধুরী (১৩) এবং সত্যজিৎ চৌধুরী (১২)। এরা তিনজন অষ্টম সপ্তম এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে স্থানীয় একটি স্কুলে পাঠরত ছিল।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার পর প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, এদিন ছয় বন্ধু মিলে মাগুরা টেকনা এলাকার মহানন্দা নদীর ঘাটে স্নান করতে যায়। স্নান সেরে তিন বন্ধু উঠে গেলেও, বাকি তিন ছাত্র নদীর জলে ঝাপাঝাপি করছিল। এরপরই হঠাৎ করে ওরা তিনজনই নদীর গভীরে তলিয়ে যায়। কেউই সাঁতার জানতো না। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য সহপাঠীরা চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন এবং নৌ-চালকেরা ওই ছাত্রদের খোঁজ শুরু করে। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টার পর তিনজনের দেহ উদ্ধার হয়।

মৃত সত্যজিৎ চৌধুরীর বাবা গৌড় চৌধুরী বলেন, আমার ছেলে সত্যজিতের কাকাতো মামাতো ভাই হচ্ছে আদিত্য এবং বিশ্বজিৎ। ওরা এদিন বন্ধুদের সঙ্গে যে নদীতে স্নান করতে এসেছিল তা জানতামই না। কারণ, এর আগে কোনওদিনই এরকম কাজ ওরা করেনি। মাগুরা স্ট্যান্ডে আমার দোকান রয়েছে। সেখানেই বেচাকানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম। লোকমুখে জানতে পারি আমার ছেলে সহ আরো দুই ভাগ্নে ও ভাইপো মহানন্দা নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গিয়েছে। তখনই আমরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর তিনজনের দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় গ্রামবাসীরা। কেন হঠাৎ করে এরকম ঘটনা ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। এদিকে একইসঙ্গে একই পরিবারের তিন ছাত্রের মৃত্যুতে রীতিমতো শোকস্তব্ধ মাগুরা এলাকা। চতুর্দিকে শুধু কান্নার রোল। নদীতে তিন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার খবর পেয়েই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। পরে রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জিও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এদিকে তিন ছাত্রের নদীতে ডুবে রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রতুয়া থানার পুলিশ।

রবিবার মহিষাদলের দ্বারিবেড়্যাতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বিজয়া সম্মিলনীতে অংশগ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

চিকিৎসকদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: চিকিৎসকরা সেকু মাকু ছেড়ে পাশে থাকার আবেদন জানালেই চিকিৎসকদের পাশে থাকার ফের বার্তা দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার হাওড়ার শ্যামপুর থানায় ডেপুটেশন দিতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথাই জানান তিনি। প্রসঙ্গত দিন কয়েক আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল শ্যামপুর। এরপর থেকেই শ্যামপুর থানা এলাকা জুড়ে ১৬৩ তালা জারি করা ছিল। ১৬৩ ধারা তুলে নেওয়া পরপরই শ্যামপুরে এলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত শ্যামপুরের কয়েকটি মার্কেট কমপ্লেক্স, ভেঙে দেওয়া পুজো মণ্ডপ সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পর শুভেন্দু বাবু সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন। উল্লেখ্য ইতিমধ্যেই ডাক্তারদের অনশন ছেড়ে আলোচনায় বসার বার্তা দিয়েছে রাজ্য। যদিও এ বিষয়ে তেমন কোনও সাড়া এখনো পাওয়া যায়নি চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে। কিন্তু তার আগেই শুভেন্দু অধিকারীদের এই বার্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে শুভেন্দু অধিকারীর শ্যামপুর থানায় আসাকে প্ররোচনা বলে উল্লেখ করেছেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল। তিনি জানিয়েছেন, একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। সব সামাল দেওয়া গিয়েছে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে শ্যামপুরের জনজীবন। মানুষ সমস্ত রকম সংকোচ কাটিয়ে ফের

স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। আর তখনই শ্যামপুর থানা এসে প্ররোচনা তৈরি করলেন শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য পুজোর সময়ের ঘটনার পর এই প্রথম মুখ খুললেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল। প্রসঙ্গত অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে শ্যামপুরের সৌজন্যের অহংকারে ঘা লাগে। যা পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে বলে দাবি সব পক্ষের।

মেদিনীপুর উপ-নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর বিধানসভার উপনির্বাচনের জন্য শনিবার সন্ধ্যায় প্রার্থীর নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে শুরু হয়ে যায় প্রচারের প্রস্তুতি। রবিবার সকাল থেকে মেদিনীপুর শহরে বেরিয়ে পড়েন বিজেপি প্রার্থী শুভজিৎ রায়। জেলা তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরার বাড়ি মির্জাবাজার এলাকায় প্রচার সারেন। বর্তমান পরিস্থিতি ও রাজ্যের চারদিকে ঘটে চলা ইস্যুগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন বিজেপি প্রার্থী শুভজিৎ রায়। মানুষের ভালো সাড়া পাচ্ছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। মেদিনীপুরের বিধায়ক জুন মালিয়া গত লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন। তাই এই বিধানসভা কেন্দ্রটিতে উপনির্বাচন হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জুন মালিয়া মাত্র ২ হাজারের মতো ভোটে লিড পেয়েছিলেন। মেদিনীপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মনে করছেন, রাজ্য সরকারের নানা ধরনের দুর্নীতি,

আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তারের মৃত্যু সহ মেদিনীপুর পুরসভার অনিয়ম এবং পুর পরিষেবা থেকে সাধারণ মানুষের বঞ্চনার মতো ঘটনা এবার উপনির্বাচনে ভালো প্রভাব ফেলবে। এইসব জ্বলন্ত ইস্যুগুলি ভোট প্রচারে কাজে লাগবে। রবিবার সকালে প্রার্থী শুভজিৎ রায় দলীয় কার্যালয়ে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে প্রচার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন।

লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিহরপাড়া: মাঠে ছাগল চরাতে গিয়ে জমির ফসল খাওয়াকে কেন্দ্র করে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল হরিহরপাড়ায়। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়াল এলাকায়। রবিবার দুপুরের ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার নিশ্চিন্তপুর মাঠপাড়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম সুবল মণ্ডল (৫৮)। তার বাড়ি নিশ্চিন্তপুর মাঠপাড়া এলাকাতেই। হরিহরপাড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো মাঠে ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন সুবলবাবু। তার কিছুক্ষণ পরেই বিশ্বনাথ মণ্ডলের জমিতে ছাগল গিয়ে ফসল নষ্ট করে। জমির ফসল নষ্ট করা নিয়ে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। তারপরেই বচসা চরম শিখরে উঠলে বিশ্বনাথ মণ্ডল লোহার রড নিয়ে এসে সুবল মণ্ডলকে বেধড়কভাবে পেটাতে থাকে। ওই লোহার রডের আঘাতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। উদ্ধার করে বহরাণ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রে আনা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ নিয়ে যায় থানায়। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। মৃতের ছেলে সমীর মণ্ডল বলেন, আমি কিছুদূরে মাঠেই ছিলাম। বাবাকে মারছে দেখে ছুটে আসি। ততক্ষণে বাবা লুটিয়ে পড়েছিল।

দুর্যোগের ঘনঘটা, বাঁধের কাজ ধীর গতিতে হওয়ায় আতঙ্কিত খানাকুলবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও দুর্যোগের ঘনঘটা। আগামী ২৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস। এর পূর্বাভাসে আতঙ্কিত খানাকুলের বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ। ২০২৪ সালের বন্যায় দ্বারকেশ্বর, দামোদর, মুন্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘর বাড়ি ভেঙে পড়ায় তারা ত্রিপলের নিচে বসবাস করছে। নিম্নচাপের বৃষ্টি হলে তারা এবার কোথায় যাবে। তাছাড়া ভাঙা নদীবাঁধগুলিতে ধীর গতিতে কাজ হওয়ায় তারা আরও আতঙ্কিত। যদি নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টির পরিমান বাড়ে অথবা টানা বৃষ্টি হয় তাহলে জলাশয় থেকে জল ছাড়বে। আর সেই জল নদীর হানা দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে প্লাবিত করবে এলাকা। অথচ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন প্রশাসন। আসলে গ্রামের গরিব সাধারণ মানুষের কথা কেউ ভাবে না বলে অভিমত নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকার মানুষের। প্রসঙ্গত, সাগরে আবার তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ। তার প্রভাবেই কালীপুজোর আগের সপ্তাহে ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয় এমন কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার সূত্রের দাবি, এই নিম্নচাপ শক্তি বৃদ্ধি করে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ক্রমে তা আরও শক্তি বৃদ্ধি করে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ারও সম্ভাবনা দেখছে কিছু সংস্থা। আর এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে খানাকুলের বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ। এ বছর পর পর নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা। পুরশুড়া, খানাকুল, গোঘাট ও আরামবাগ ব্লকের বহু গ্রাম প্লাবিত হয়। ডিভিসি থেকে ছাড়া জলে

দামোদর, মুন্ডেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর এবং রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে যায়। খানাকুলের কাবিলপুরের কেদারপুর, খানাকুলের পোল টু এলাকার বাঁধ, আরামবাগের চন্দ্রবান এবং খানাকুলের বন্দর এলাকার জেলেপাড়া, খানাকুলের বন্দিপুর, খানাকুলের তালিত, ঠাকুরানি চকের হাজরাপাড়া, আরামবাগের মনসাতলা এলাকায় বাঁধ ভাঙে। এই সব ভাঙা বাঁধের কাজ সেই ভাবে শুরু হয়নি। বালির বস্তা ফেলার কাজ চলছে। কিন্তু মজবুত করার জন্য কোনও উন্নত মানের মেশিন দিয়ে কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। খানাকুলের মানুষের দাবি, ভাঙা নদীবাঁধগুলিকে দ্রুত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাঁধ হোক। তা নাহলে প্রতি বছর নদীবাঁধ ভেঙে বহু গ্রাম জলের তলায় চলে যাবে। ধ্বংস হবে বহু গ্রাম। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সেচ দপ্তরের আধিকারিক দেবেন্দ্র নারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, খানাকুলে চার জায়গায় কাজ চলছে। নিম্নচাপের জেরে ঝড় জলে তেমন কোনও ক্ষতি হবে না। খুব দ্রুত বাঁধ নির্মাণ করা হবে।

পুরনো কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান করতে গোপীবল্লভপুরে হল তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সারা রাজ্যের পাশাপাশি জঙ্গলমহলে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মিলনী সভা। দলীয় কর্মী এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদান ও আগামী বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায় বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করল ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ব্লকের ছাতিনাশোল হাইস্কুল মাঠে হয় বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, গোপীবল্লভপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি হেমন্ত ঘোষ, জেলা নেতা লোকেশ কর, সত্যরঞ্জন বারিক প্রমুখ। এদিনের কর্মসূচিতে দলীয় কর্মীদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আগামী বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে দলীয় সংগঠন বিস্তারের বার্তা দেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা তৃণমূলের সভাপতি দুলাল মুর্মু আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেন। পাশাপাশি বিজেপির মায়াজাল এবং চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার বার্তা দেন। ব্লক তৃণমূলের সভাপতি হেমন্ত ঘোষ দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন আগামী বিধানসভা ভোটে ব্লক থেকে বিপুল ভোটে জয়ী করার বার্তা দেন।

সরকারি বোর্ড লাগানো গাড়ি থেকে গাঁজা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: গাড়িতে লাগানো রয়েছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড। নিচে লেখা পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই গাড়ি তল্লাশি করে মিলল এক কুইন্ট্যাল গাঁজা। রবিবার সকালের ঘটনাটি ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর রঘুনাথগঞ্জ থানার তালাইয়ের মোড় এলাকায়। গাড়ি সহ চালককে আটক করেছে পুলিশ। চালকের বক্তব্য

গাড়িটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খাটে। বোর্ড সরাতে তার খেয়াল ছিলনা। কোচবিহার থেকে গাঁজা চাপিয়েছিলেন বলে চালক নিজে স্বীকার করেছে। বারাসত বা দমদমে গাঁজার হাতবদল হতো। গাড়র সিটের তলা থেকে বাজেয়াপ্ত গাঁজার দাম কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুজো মিটতেই ফের অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে মাদক চক্র। উত্তরবঙ্গ থেকে গোপনে নদিয়া, কলকাতায় ঢুকছে প্রচুর গাঁজা। গত এক সপ্তাহ আগে সুতি থানার পুলিশ এল মাদক চক্রকে গ্রেপ্তার করে উদ্ধার করেছে প্রচুর গাঁজা। ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনজনই বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছে।

এবার পুলিশের চোখে ধুলো দিতে গাঁজা পাচারের গাড়িতে ব্যবহার করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেখা বোর্ড। গাড়ির উইন্ড স্ক্রিনে সেই বোর্ড ঝুলিয়ে চলছিল গাঁজা পাচার। কিন্তু তার আগে পুলিশের কাছে সেই খবর আগেই এসে পৌঁছেছিল। সেইমতো জাতীয় সড়কে কার্যত ফাঁদ পেতেই অপেক্ষা করছিল রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। সকালে নির্দিষ্ট নম্বরের গাড়িটি নাকা চেকিং পয়েন্টে থামিয়ে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। গাড়ির সিটের নিচ থেকে উদ্ধার হয়েছে এক কুইন্ট্যাল গাঁজা। গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম অনিলচন্দ্র দে। তার বাড়ি কোচবিহার। এদিন কোচবিহারের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড লাগানো গাড়িতে করে গাঁজা নিয়ে বারাসাতের দিকে যাচ্ছিল ওই ব্যক্তি। তখনই কার্যত পুলিশ আটক করে তাকে। গাড়িতে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে আসল রহস্য। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গাড়িটি। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আনন্দ রায় বলেন, এই চক্রে আর কারা জড়িত খতিয়ে দেখতে ধৃতকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গাড়িটির যোগ রয়েছে কিনা তাও দেখা হচ্ছে।

পঞ্চমুন্ডীর বেদীতে বসিয়ে চতুর্দশীতে পূজিত হন দশ মাথার মহাকালী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শোল মাছের টক ভোগ নিবেদন করে এবং পঞ্চমুন্ডীর বেদীতে দেবী মাতাকে বসিয়ে চতুর্দশীতে পূজিত হন ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির দশ মাথার মহাকালী। প্রায় ৯৫ বছরের পুরনো দশ মাথার মহাকালী পুজোর আজও নিয়ম নিষ্ঠর সঙ্গেই হয়ে আসছে। প্রতি বছরই কার্তিক মাসের অমাবস্যায় যেখানে দেশজুড়ে কালীপুজো ও দীপাবলি উৎসব পালিত হয়। তার ঠিক উল্টোদিকেই চতুর্দশীর সময় লাগতেই মালদার এই মহাকালী পূজিত হন। যদিও এই মহাকালীন পায়ের নিচে মহাদেব শিব থাকেন না। সেখানে থাকে অসুরের একটি কাটা মুন্ডু। দশমহাবিদ্যার এই মহাকালীর পুজো দেখতেই চতুর্দশীর দুপুরে অসংখ্য ভক্তেরা ভিড় করেন পুজো মন্দিরে।

মালদার ইংরেজবাজার শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গাবাগ মাঠেই রয়েছে মহাকালীর এই পুজো মন্দিরটি। বর্তমানে ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির সদস্যরা মহাকালীর

পুজোর আয়োজন করে থাকেন। নিজেদের সঞ্চিত অর্থ এবং প্রবীণ সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায় ধুমধাম করে পালিত হয় দশমাথার মহাকালী পুজো। পুজোর চারদিন নানান ধরনের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পংক্তিভোজনেরও আয়োজন করা হয়।

ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতি ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, এক সময় ব্রিটিশ শাসনকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই শুরু হয়েছিল শরীরচর্চা এবং তন্ত্রমতে দেবীর আরাধনা। বহু দশক আগে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা স্বর্গীয় কমল কৃষ্ণ চৌধুরী, রাম চন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল ধন মুখার্জী, শরৎ পন্ডিতসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উদ্যোগেই দশমাতার মহাকালীর পুজো শুরু হয়। যদিও এই মহাকালীর পুজোকে ঘিরে নানান গল্প কথিত রয়েছে। বর্তমানে এই পুজোর দায়িত্বে রয়েছে ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির ক্লাবের কর্মকর্তারা।

মহাকালী পুজো কমিটির এক কর্মকর্তা শুভ্রাংশু দাস বলেন, এবছর এই পুজোর ৯৫ তম বর্ষ। মহাকালী পুজোকে ঘিরে সব থেকে আকর্ষণ হয়ে থাকে দেবী প্রতিমা আনার শোভাযাত্রা। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, গম্ভীরা, মুখা নাচ দিয়েই শুরু হয় চতুর্দশীর সকালে মহাকালী দেবী মূর্তি আনার শোভাযাত্রার তোড়জোড়। যা দেখতে ইংরেজবাজার শহরের প্রতিটি রাস্তায় উপচে পড়ে সাধারণ মানুষের ভিড়। এবারেও সাড়ম্বরে গোটা শহর পরিক্রমা করেই গঙ্গাবাগ মাঠের পুজো মন্দিরেই নিয়ে আসা হবে মহাকালী মাতাকে। প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী অষ্টম চৌধুরী। এই পুজোর তন্ত্র মতে হয়ে থাকে। মূলত এই পুজোতে শোল মাছের টক মাকে ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়। এছাড়াও ছাগ এবং কুমড়ো বলি হয়ে থাকে। পুজো কমিটির সভাপতি রয়েছেন পার্থ প্রতিম দে। পাশাপাশি ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির ক্লাবের সভাপতি রয়েছে নটরাজ মুখার্জি, সংশ্লিষ্ট ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা রয়েছেন ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জয় দে এবং তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ক্রীড়া পর্ষদের সদস্য প্রসেনজিৎ দাস। এবছর এই মহাকালী পুজোকে ঘিরে বিভিন্ন বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। *ফাইল চিত্র*

ইন্ডিগোর ছ'টি বিমানে হুমকিবার্তা

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর: রবিবারও ফের বোমাতঙ্ক ছড়াল বেশ কয়েকটি অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমানে। জানা গিয়েছে, ইন্ডিগোর ছ'টি বিমানে হুমকিবার্তা পাঠানো হয়। হুমকিবার্তা পাওয়ার পরই নিরাপত্তা নিয়ে যাত্রীদের বিমান সংস্থার তরফে আশ্বস্ত করা হলেও, পর পর এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা।

ইন্ডিগোর তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাত্রী এবং তাদের কর্মীদের নিরাপত্তা। তাঁদের নিরাপত্তার স্বার্থেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য যাত্রীদের কাছে আর্জিও জানানো হয়েছে বিমান সংস্থার তরফে। যে ছ'টি বিমানে রবিবার বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে সেগুলি হল-জেড্ডা থেকে মুম্বইগামী ৬ই ৫৮, কোঝিকোড় থেকে দাম্মামগামী ৬ই ৮৭, দিল্লি থেকে ইস্তানবুলগামী ৬ই ১১, মুম্বই থেকে ইস্তানবুলগামী ৬ই ১৭, পুণে থেকে যোধপুরগামী ৬ই ১৩৩ এবং গোয়া থেকে আমদাবাদগামী ৬ই ১১২।

গত এক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন বিমান সংস্থাগুলিতে হুমকিবার্তা পাঠানো হচ্ছে। ছ'দিনে বোমাতঙ্কের ঘটনা ঘটেছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, আকাসা এয়ারলাইন্সের একের পর এক দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমানে। তার মধ্যে ৩০টি বোমাতঙ্কের ঘটনা ঘটেছে শুধু শনিবারেই। তদন্তকারীদের একটি সূত্র জানাচ্ছে, যে আইপি অ্যাড্রেসগুলি ব্যবহার করে বোমার হুমকিবার্তা পাঠানো হচ্ছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি চিহ্নিত করা হয়েছে।

একের পর এক বিমানে হুমকিবার্তা আসার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। শনিবার বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠকে বসল অসামরিক বিমান নিরাপত্তা সংস্থা ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিয়োরিটি (বিসিএএস)। সূত্রের খবর, হুমকিবার্তা কী ভাবে রোখা যায়, শুধু তা-ই নয়, হুমকিবার্তা পাওয়ার পর কী কী পদক্ষেপ করা উচিত এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়েও আলোচনাও হয়।

রাজস্থানে পথ দুর্ঘটনায় ৮ শিশু সহ মৃত ১২, শোকপ্রকাশ মোদির

জয়পুর, ২০ অক্টোবর: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা রাজস্থানের ঢোলপুরে। বাস ও টেম্পোর মুখোমুখি সংঘর্ষে ৮ শিশু-সহ মৃত্যু হল ১২ জনের। মৃতরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র থেকে রাজস্থানের জয়পুরের দিকে যাচ্ছিল একটি স্লিপার কোচ বাস। রাতে ফাঁকা রাস্তায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটছিল সেটি। রাত ১১টা নাগাদ বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান সেরে ওই পথ ধরেই টেম্পো করে ফিরছিল একটি পরিবার। পথে সুনিপুর গ্রামের কাছে বাসটির ধাক্কা মারে টেম্পোকে। দুমড়ে মুচড়ে যায় টেম্পোটি। গাড়িতে থাকা ১২ জনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হন স্থানীয়রা। উদ্ধার কাজে হাত লাগান তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। টেম্পো থেকে একের পর এক দেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশের উপস্থিতিতে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, টেম্পো ও বাস দু'টি গাড়িকেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার পর পালিয়ে যান বাসের চালক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বারামুলায় জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখল ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী, হত ১

শ্রীনগর, ২০ অক্টোবর: উত্তর কাশ্মীরের বারামুলা জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখে দিল ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী। সেনা এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে রবিবার সকালে প্রাণ হারাল এক জঙ্গি। আরও এক জনের খোঁজ চলছে।

রবিবার সকালে উত্তর কাশ্মীরের বারামুলায় উরি সেক্টরের কামালকোটে সন্দেহজনক কিছু গতিবিধি লক্ষ্য করেন জওয়ানরা। তারপরেই ওই এলাকায় অভিযানে নামেন। তখন তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পালটা গুলি চালায় বাহিনীও। শুরু হয় দু'পক্ষের গুলির লড়াই। তাতে মারা গিয়েছে এক জঙ্গি। তার পরিচয় এখনও প্রকাশ করেনি সেনাবাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনী মনে করছে, ওই এলাকায় আরও এক জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। তার খোজে তল্লাশি শুরু করেছে।

এক্স হ্যান্ডেলে সেনার তরফে বারামুলায় জঙ্গি গতিবিধি এবং অভিযান চালানোর বিষয়টি জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, উরি সেক্টরের কামালকোটে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন জওয়ানরা। এর পরেই ওই এলাকায় অভিযানে নামে সেনা। শুরু হয় গুলির লড়াই। তাতেই মৃত্যু হয়েছে এক জঙ্গির। আরও এক জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে যৌথ বাহিনী।

এদিকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল আনন্দ জৈন জানান, পুঞ্চ জেলায় দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে কাশ্মীর পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু গ্রেনেড এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী পোস্টার উদ্ধার হয়েছে। জেরায় ওই জঙ্গি স্বীকার করেছে, গ্রেনেডগুলি গুরুদ্বার, মন্দির, হাসপাতাল এবং সেনা ঘাঁটিতে হামলার জন্য আনা হয়েছিল। যদিও তার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায় সন্ত্রাসবাদী।

যুবককে দিল্লির রাস্তায় পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর: ২১ বছরের এক যুবককে দিল্লির রাস্তায় পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল কয়েকজনের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, অর্পিত সিং নামে ওই যুবক অভিযুক্তদের মধ্যে একজনের বোনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলে তাঁকে মারধর করা হয়েছে।

মৃতের এক আত্মীয় পুলিশকে জানিয়েছেন, গত শুক্রবার ফুটা রোডে ছ'-সাতজন মিলে অর্পিতকে মারধর করেন। তাঁকে দিল্লির এক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। শনিবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেন চিকিৎসকেরা। বিকেল ৪টে নাগাদ আবার পেটে ব্যথা শুরু হয় অর্পিতের। জিটিবি হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

শাহদরা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিসিপি) প্রশান্ত গৌতম জানিয়েছেন, মৃত যুবকের আত্মীয়ের বয়ানের ভিত্তিতে জগৎপুরী থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমে ধুরব, নিশু, রবীন্দ্রকুমার রজক নামে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত ধুরবের বোনের সঙ্গে কথা বলতেন বলেই তাঁর ওপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় আরও তিনজনের খোঁজ করছে পুলিশ।

বৃদ্ধ দম্পতিকে বেঁধে চার কোটি নগদ-সোনার গয়না নিয়ে চম্পট

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর: দিনেদুপুরে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার দিল্লির রোহিণীর প্রশান্ত বিহারে। বৃদ্ধ দম্পতিকে বেঁধে রেখে প্রায় চার কোটি নগদ এবং সোনার গয়না নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা।

পৌনে ১টা নাগাদ বাড়িতে ছিলেন বৃদ্ধ দম্পতি। হঠাৎ বাইরের লোহার দরজায় কিছুর শব্দ হওয়ায়, তা খতিয়ে দেখতে যান ওই বাড়ি মালিক। ঘরের মধ্যেই ছিলেন তাঁর স্ত্রী। বেরিয়ে ওই বৃদ্ধ দেখেন, পাঁচ জন যুবক গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বৃদ্ধকে জানান, ক্যুরিয়ার সার্ভিসের লোক। কিছু জিনিস ডেলিভারি দিতে এসেছেন। সন্দেহ না হওয়ায় বাড়ির দরজা খুলে দেন ওই বৃদ্ধ। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ঘিরে ধরে মুখে চাপা দিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে যান যুবকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৮১ বছর বয়সি বৃদ্ধ এবং তাঁর স্ত্রীকে আটকে রেখে তাঁদের বাড়িতে লুঠপাট চালায় চার-পাঁচজন দুষ্কৃতী। তবে তাঁদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। ওই বাড়িতে লাগানো সিসি ক্যামেরা অকেজো হওয়ায় সেখান থেকে কোনও সূত্র মেলেনি। পুলিশ এলাকার আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা ঘরে ঢুকে প্রথমেই দম্পতির মুখে কাপড় গুঁজে দেয়। হাতও বেঁধে দেয়। ওই বাড়িতেই থাকেন তাঁদের ছেলে। কিন্তু কাজের সূত্রে তিনি ঘটনার দিন বাড়িতে ছিলেন না। বৃদ্ধের জবানবন্দি অনুযায়ী, দুষ্কৃতীরা এসেই টাকাপয়সা কোথায় আছে জিজ্ঞেস করে। প্রথমে তা জানাতে অস্বীকার করায় বৃদ্ধকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এমনকি, তাঁদের দিকে বন্দুক তাক করা হয়। শেষ পর্যন্ত অগত্যা টাকা এবং গয়নার কথা জানাতে বাধ্য হন। তার পরই আলমারি খুলে টাকা এবং সোনার অলঙ্কার নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। বাড়ি ছাড়ার সময় দম্পতিকে প্রাণনাশের হুমকিও দেয় তারা।

দুষ্কৃতীরা বাড়ি ছেড়ে গেলে, কোনও রকমে হাতের বাঁধন খোলেন বৃদ্ধের স্ত্রী। তার পর স্বামীকে বন্ধনমুক্ত করেন। ধাতস্থ হওয়ার পর পুত্রকে ফোন করে বিষয়টি জানান দম্পতি। তিনিই পুলিশকে বিষয়টি জানান। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে ডাকাতির মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রোহিণীর ডিসিপি অমিত গয়াল জানান, ঘটনার তদন্তে পুলিশের ছ'টি দল গঠন করা হয়েছে। তারা এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার কাজ চালানো হচ্ছে। খুব দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হবে।

লেবানন ও গাজায় আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াল তেল আভিভ, হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর

জেরুজালেম, ২০ অক্টোবর: ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাড়ির একদম কাছেই ড্রোন হামলার পর লেবানন ও গাজায় আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াল তেল আভিভ। ইতিমধ্যেই ড্রোন হামলার নেপথ্যে হেজবোল্লা রয়েছে বলে তোপ দেগেছেন নেতানিয়াহু। সেই সঙ্গেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, বড় ভুল করে ফেলেছে ইরানের মদতপুষ্ট ওই জঙ্গি গোষ্ঠী।

হামাসের সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি করা হয়েছে, শনিবার আকাশপথে ইজরায়েলি সেনার ভয়ানক হামলায় অন্তত ৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসকরাও। যদিও ইজরায়েলের দাবি, সংখ্যাটা অনেক বেশি বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। এবং এই হামলার মূল লক্ষ্য ছিল হামাস ঘাঁটি। সেই সঙ্গেই তেল আভিভের আরও দাবি, নিখুঁত লক্ষ্যভেদে সফল হয়েছে তারা। এরই পাশাপাশি বেইরুটেও নতুন করে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। তাদের দাবি, হেজবোল্লার ঘাঁটিতেও চালানো হয়েছে হামলা। আগুনের বদলা যে তারা আগুন দিয়েই নেবে, এমনটাই দুই প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে দিতেই এই দ্রুত প্রত্যাঘাত, মত বিশেষজ্ঞদের। শনিবার সকালে ব্যাপক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় সিজারিয়া এলাকায়। এখানেই রয়েছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। জানা যায়, তাঁর বাড়ির খুব কাছেই ঘটেছে বিস্ফোরণ। তবে সেই সময় নেতানিয়াহু বাড়িতে ছিলেন না। উল্লেখ্য, নেতানিয়াহুর বাড়ির আশপাশের এলাকায় নিয়মিত হামলা চালানোর অভিযোগ রয়েছে হেজবোল্লার বিরুদ্ধে। এদিনের হামলার পরই বেইরুট থেকে গাজা, সর্বত্র নতুন করে আক্রমণ করে ইজরায়েল। নেতানিয়াহুর দাবি, এই যুদ্ধে জয় তাঁদেরই হবে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিলেন প্রাবোয়ো সুবিয়ান্তোর

জার্কাতা, ২০ অক্টোবর: তিনিই ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার বিশেষ বাহিনীর কমান্ডার। এবার সেই প্রাবোয়ো সুবিয়ান্তো শপথ নিলেন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে। গত ফেব্রুয়ারিতে সেদেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। তাতে জয়লাভ করেন সুবিয়ান্তো। ৫৮.৫৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন তিনি। এর পর দীর্ঘ ৯ মাসের চেষ্টায় তিনি একটি জোট গঠনে সক্ষম হলে রবিবার শপথ নিলেন নতুন দায়িত্বে।

যদিও সুবিয়ান্তোর জয় নিয়ে রয়েছে নানা অভিযোগ। তাঁর দুই প্রতিপক্ষ জাকার্তার প্রাক্তন গভর্নর অ্যানিস বাসওয়েদান ও মধ্য জাভার প্রাক্তন গভর্নর গাঞ্জার প্রানোও তাঁর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনলেও শেষপর্যন্ত তাতে আটকায়নি তাঁর শপথগ্রহণ।

রবিবার ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্ট ঐতিহ্য মেনে কালো টুপি ও নেভি স্যুট পরে উপস্থিত হন সুবিয়ান্তো। এছাড়াও তাঁর পরনে ছিল মেরুন-সোনালি রঙের সারং। এদিনের শপথগ্রহণের পরই তিনি সরকারি ভাবে হয়ে গেলেন ইন্দোনেশিয়ার অষ্টম প্রেসিডেন্ট।

এর আগে দু'বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়লেও সাফল্য আসেনি। তৃতীয়বারে অবশ্য খালি হাতে ফিরতে হয়নি সুবিয়ান্তো। বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত জয় পাওয়ার পর অবশ্য অপেক্ষা করতে হল কয়েক মাস। অবশেষে এদিনের শপথগ্রহণের পরে পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষে তিনি ভাষণ দেবেন। এর পর প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে যাবেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এদিন ছিলেন তাঁর রানিং মেট তথা ইন্দোনেশিয়ার নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট গিবরন রাকাবুমিং রাকা। ৩৭ বছরের রাকা সদ্য প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট উইডোকোর বড় ছেলে।

নতুন প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানাতে জাকার্তার রাস্তায় লক্ষ করা গিয়েছে সমর্থকদের ভিড়। পতাকা হাতে দলে দলে মানুষ নেমে এসেছে রাজপথে, নতুন প্রেসিডেন্টের প্যালেসে প্রবেশের মুহূর্তের সাক্ষী হবেন বলে।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির

মুম্বই, ২০ অক্টোবর: মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্র বিধানসভার প্রথম তালিকায় ৯৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে গেরুয়া শিবিরের তরফে। যেখানে নাগপুর দক্ষিণ-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে।

২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্রে সম্প্রতি আসন রফা সম্পন্ন করেছে বিজেপি। যেখানে ১৪২টি আসনে লড়বে বিজেপি। একনাথ শিন্ডের শিবসেনা লড়বে ৬৬টি আসনে এবং ৫২টি আসনে লড়বে অজিত পাওয়ারের এনসিপি। এরপরও বাকি রয়েছে ২৮টি আসন। যা এখনও অমীমাংসিত। চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া ১৪২টি আসনের মধ্যে রবিবার ৯৯টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে দিল বিজেপি। যেখানে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের পাশাপাশি প্রার্থী করা হয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ অশোক চৌহানের কন্যা সৃজয়া চৌহানকে। তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে বোকার আসন থেকে। প্রার্থী করা হয়েছে রাজ্য বিজেপি সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে, গিরিশ মহাজন, অতুন সেভের মতো নেতাদের।

উল্লেখ্য, আগামী ২০ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি আসনে এক দফায় হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের ফল প্রকাশ হবে ২৩ নভেম্বর। ২০১৯ সালে এই রাজ্যে ১০৫টি আসনে জিতেছিল বিজেপি, শিবসেনা ৫৬, এনসিপি ৫৪ ও কংগ্রেস ৪৪টি আসনে জয় পায়। তবে নির্বাচনের পর এনডিএ থেকে আলাদা হয়ে এনসিপি ও কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করে। তবে বছর খানেক পরই ভাঙন ধরে এই সরকারে। একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে শিবসেনা ও অজিত পওয়ারের নেতৃত্বে এনসিপি ভেঙে বিজেপির হাত ধরে এবং গঠিত হয় এনডিএর সরকার। মহারাষ্ট্রের জনগণ এবার কাকে বেছে নেবে সেদিকেই নজর গোটা দেশের।

মোদির প্রশংসায় পুতিন, ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের দিকে নজর আমেরিকার

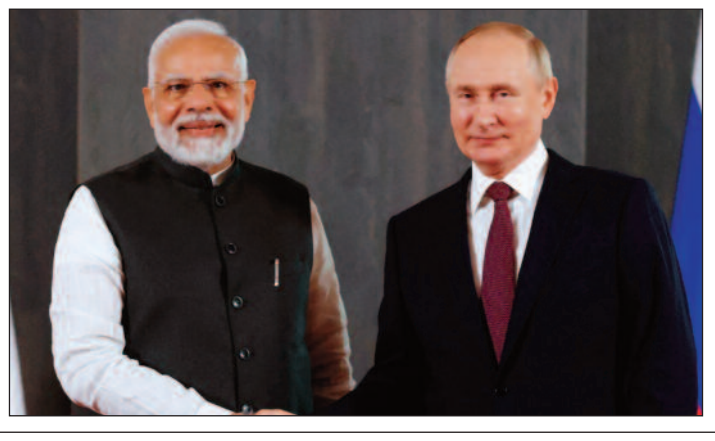

মস্কো, ২০ অক্টোবর: প্রশংসায় কখনও অস্বস্তি বাড়ে। আবার প্রশংসা কখনও বিশেষ অর্থবোধক হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে। ব্রিকস বৈঠক শুরু হওয়ার ঠিক আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দরাজ প্রশংসা করার পর এমনটাই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এই মুহূর্তে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের ওঠাপড়ার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আমেরিকা তথা পশ্চিম। এই তাকিয়ে থাকার মধ্যেও মিশ্র কূটনীতি রয়েছে। একদিকে আমেরিকার নয়াদিল্লিকে প্রয়োজন রাশিয়ার সঙ্গে দরকষাকষির জন্য। অন্যদিকে ভারত, রাশিয়ার কাছ থেকে তাদের নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে অশোধিত তেল আমদানি করে চলায় রক্তচাপও বাড়ছে ওয়াশিংটনের।

এই আবহে পুতিনের মন্তব্য, নরেন্দ্র মোদি আমাদের বন্ধু। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা তিনি বারবার উত্থাপন করেছেন আমাদের আলোচনার সময়। তাঁর বিবেচনার কথা জানিয়েছেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিতে চাই। সেই সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এ কথাও জানাতে ভোলেননি যে কবে এই যুদ্ধ শেষ হবে তার কোনও সময়সীমা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য, রাশিয়া চায় শান্তিপূর্ণ সমাধান, তবে দুর্ভাগ্যবশত ইউক্রেন তা চায় না। মোদীর প্রশংসা করার পাশাপাশি আমেরিকাকে নিশানা করতেও ছাড়েননি পুতিন। তাঁর কথায়, নেটো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে আমরাই শেষ কথা বলব। আমরাই জিতব। ইউক্রেন যুদ্ধে আমরাই টিকে থাকব।

রাশিয়ার কাজান শহরে ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ব্রিকস সম্মেলন। ব্রিকস-এর মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'বন্ধু' মোদিকে টেনে এনে পুতিন বলেছেন, ব্রিকস গোষ্ঠীর লক্ষ্য পশ্চিমের শক্তির বিরোধিতা করা নয়। এই একই কথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বলেছেন এবং তিনি ঠিকই বলেছেন। ব্রিকস পশ্চিম বিরোধী নয়, তবে অপশ্চিমী গোষ্ঠী। আগামী দিনে বিশ্বের বড় অংশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে ব্রিকস। এর কারণ, পশ্চিমের দেশগুলির তুলনায় এই গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলির বিপুল আয়তন এবং তাদের দ্রুততর আর্থিক বৃদ্ধি।

এক মাসে আগেই ইউক্রেন সফর সেরে পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন মোদি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ভারতের ভূমিকার কথা উঠেছিল তখন।

বুমরাদের ‘তোপ’ সামলে ৩৬ বছর পর ভারতে টেস্ট জয় নিউজিল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০ বছর আগের ইতিহাস ফেরাতে পারলেন না রোহিত শর্মারা। নিউ জিল্যান্ডের কাছে প্রথম টেস্টে ৮ উইকেটে হেরে গেল ভারত। টেস্টের শেষ দিন জয়ের জন্য টম লাথামদের দরকার ছিল ১০৭ রান। রোহিতদের প্রয়োজন ছিল ১০ উইকেট। ২ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় ১১০ রান তুলে নিলেন কিউয়িরা। ১৯৮৮ সালের পর এই প্রথম ভারতের মাটিতে টেস্ট জিতল নিউ জল্যিান্ড। মূল্যহীন হয়ে গেল সরফরাজ খান এবং ঋষভ পন্থের লড়াই।

প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে অল আউট হয়ে পরিস্থিতি কঠিন করে ফেলেছিল ভারত। রোহিত স্বীকার করে নিয়েছিলেন উইকেট বুঝতে তাঁর ভুল হয়েছিল। সেই ভুলের মাসুল দিল ভারতীয় দল। নিউ জল্যিান্ডের কাছে প্রথম টেস্ট হেরে গেলেন রোহিতেরা। ৩৬ বছর পর ঘরের মাঠে নিউ জল্যিান্ডের কাছে টেস্ট হারল ভারত। শেষ বার জন রাইটের নিউ জল্যিান্ড জয় পেয়েছিল। এই নিয়ে ভারতের মাটিতে তৃতীয় টেস্ট জিতল কিউয়িরা।

শনিবার ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস

৪৬২ রানে শেষ হওয়ার পর শেষ দিন জয়ের জন্য নিউ জিল্যান্ডের দরকার ছিল ১০৭ রান। দিনের দ্বিতীয় বলেই সফরকারী দলের অধিনায়ক টম লাথামকে (শূন্য) আউট করেন যশপ্রীত বুমরা। দিনের শুরুতে উইকেট পেয়েও চাপ ধরে রাখতে পারেননি ভারতীয় বোলারেরা। নিউ জিল্যান্ডের অপর ওপেনার ডেভন কনওয়ে এবং তিন নম্বরে নামা উইল ইয়ং সাবলীল ভাবে এগিয়ে নিয়ে যান দলের ইনিংস। ইনিংসের ১৩তম ওভারে কনওয়েকে (১৭) আউট করে প্রতিপক্ষ শিবিরে আবার আঘাত হানেন বুমরা। তাতেও লাভ হয়নি। রাচিন রবীন্দ্র জুটি বাঁধেন ইয়ংয়ের সঙ্গে। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে তাঁরা দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করেন। সাবলীল ভাবে দলের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান তাঁরা।

মহম্মদ সিরাজ, রবীন্দ্র জাডেজা নিউ জল্যিান্ডের ব্যাটারদের তেমন সমস্যায় ফেলতে পারেননি। তবু কিছুটা বিস্ময়কর ভাবে দলের দুই প্রধান স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং কুলদীপ যাদবকে প্রথম দেড় ঘণ্টায় আক্রমণেই আনলেন না রোহিত। স্পিনের বিরুদ্ধে নিউ জল্যিান্ডের প্রায় সব ব্যাটারেরই দুর্বলতা রয়েছে। তা-ও রোহিত কুলদীপকে প্রথম আক্রমণে আনেন ইনিংসের ১৯তম ওভারে। তত ক্ষণে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ২২ গজের সঙ্গে মানিয়ে নেন ইয়ং এবং রাচিন। ফলে কুলদীপও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে সিরিজরে প্রথম টেস্টে দলকে জেতালেন দুই কিউয়ি ব্যাটার। রাচিন ব্যাট করলেন এক দিনের ম্যাচের মেজাজে। নিউ জিল্যান্ড যখন জয় থেকে মাত্র ১০ রান দূরে, তখন অশ্বিনকে প্রথম বার আক্রমণে আনলেন রোহিত!

শেষ পর্যন্ত ইয়ং ৪৮ এবং রাচিন ৩৯ রানে অপরাজিত থাকলেন। তাঁদের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে উঠল ৭৫ রান। ভারতের পক্ষে উইকেট পেলেন শুধু বুমরা। তিনি ২৯ রান খরচ করে ২ উইকেট নিলেন। প্রথম টেস্ট হেরে তিন টেস্টের সিরিজে ০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ল ভারত।

নিউ জিল্যান্ডের কাছে হার, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় নম্বর কিছুটা কমল

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিন টেস্টে সিরিজরে প্রথম ম্যাচেই নিউ জিল্যান্ডের কাছে হেরে গেল ভারত। বেঙ্গালুরুতে ৮ উইকেটে রোহিতদের হার প্রভাব ফেলল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকাতেও। কমে গেল ভারতের পয়েন্ট শতাংশের হার (যার উপর নির্ভর করে ফাইনালে ওঠা)।

২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় ম্যাচ হারল ভারত। এখনও পর্যন্ত ১২টি ম্যাচ খেলে রোহিতেরা জয় পেয়েছেন ৮টি ম্যাচে। ড্র হয়েছে একটি ম্যাচ। প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য পাওয়া যায় ১২ পয়েন্ট। ম্যাচ টাই হলে পাওয়া যায় ৬ পয়েন্ট। ড্র হলে ৪ পয়েন্ট করে পায় দু'টি দল। ১২ ম্যাচ থেকে ভারত সেই হিসাবে পেতে পারত সর্বোচ্চ ১৪৪ পয়েন্ট। কিন্তু তিনটি ম্যাচ হারায় এবং একটি ম্যাচ ড্র হওয়ায় ভারতের ঝুলিতে এসেছে ৯৮ পয়েন্ট। মন্থর বোলিংয়ের জন্যও ২ পয়েন্ট কাটা গিয়েছে ভারতের। সব মিলিয়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পয়েন্টের ৬৮.০৬ শতাংশ পেয়েছেন রোহিতেরা। উল্লেখ্য, এই টেস্টের আগে ভারতের পয়েন্ট শতাংশ ছিল ৭৪.২৪। ফলে সিরিজরে বাকি দু'টি টেস্টের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেল ভারতীয় দলের কাছে।

নিউ জল্যিান্ডের কাছে হারে পয়েন্ট শতাংশ কমলেও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে ভারত। তবে ব্যবধান কমেছে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। প্যাট কামিন্সেরা ১২টি টেস্ট খেলে জিতেছেন আটটি। ভারতের মতোই অস্ট্রেলিয়াও তিনটি ম্যাচ হেরেছে এবং একটি ড্র করেছে। তবে মন্থর বোলিংয়ের জন্য কামিন্সদের ১০ পয়েন্ট কাটা যাওয়ায় তাঁদের সংগ্রহ ৯০ পয়েন্ট। সব

মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট শতাংশ ৬২.৫০।

তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। ন'টি টেস্ট খেলে পাঁচটিতে জিতেছে শ্রীলঙ্কা। তাদের কোনও পয়েন্ট কাটা যায়নি মন্থর বোলিংয়ের জন্য। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ১০৮ পয়েন্টের মধ্যে তারা পেয়েছে ৬০ পয়েন্ট। সব মিলিয়ে তাদের সংগ্রহ ৫৫.৫৬ শতাংশ পয়েন্ট। ভারতকে হারিয়ে চতুর্থ স্থানে উঠে এল নিউ জল্যিান্ড। ন'টি টেস্ট খেলে টম লাথামদের জয় চারটিতে। কিউয়িরা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ১০৮ পয়েন্টের মধ্যে পেয়েছে ৪৮। তাদের পয়েন্ট শতাংশ ৪৪.৪৪।

তালিকায় পঞ্চম স্থানে নেমে গেল ইংল্যান্ড। বেন স্টোকসেরা ১৮টি টেস্ট খেলে ন'টি জিতেছেন, আটটি হেরেছেন এবং একটি ড্র করেছেন। মন্থর বোলিংয়ের জন্য তাঁদের কাটা গিয়েছে ১৯ পয়েন্ট। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ২১৬ পয়েন্টের মধ্যে স্টোকসদের সংগ্রহ ৯৩। পয়েন্ট শতাংশ ৪৪.৪৪। তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছ'টি টেস্ট খেলে প্রোটিয়ারা দু'টি ম্যাচ জিতেছে, তিনটি হেরেছে এবং একটি ড্র করেছে। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ৭২ পয়েন্টের মধ্যে তাদের সংগ্রহ ২৮ পয়েন্ট। তাদের পয়েন্ট শতাংশ ৩৮.৮৯। সপ্তম স্থানে বাংলাদেশ। নাজমুল হোসেন শান্তর দল আটটি টেস্ট খেলে জিতেছে তিনটি। মন্থর বোলিংয়ের জন্য তাঁদের কাটা গিয়েছে ৩ পয়েন্ট। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ৯৬ পয়েন্টের মধ্যে বাংলাদেশের ঝুলিতে রয়েছে ৩৩ পয়েন্ট। শান্তদের পয়েন্ট শতাংশ ৩৪.৩৮। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় শেষ দু'টি স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শান মাসুদের দল ন'টি টেস্ট খেলে তিনটি জিতেছে। মন্থর বোলিংয়ের জন্য তাঁদের কাটা গিয়েছে ৮ পয়েন্ট। সম্ভাব্য ১০৮ পয়েন্টের মধ্যে পাকিস্তান সব মিলিয়ে পেয়েছে ২৮। মাসুদদের পয়েন্ট শতাংশ ২৫.৯৩। নবম স্থানে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলেছে ন'টি টেস্ট। ক্যারিবিয়ানেরা জয় পেয়েছে একটি ম্যাচে। তারা দু'টি ম্যাচ ড্র করেছে। সম্ভাব্য ১০৮ পয়েন্টের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে সংগ্রহ ২০ পয়েন্ট। তাদের পয়েন্ট শতাংশ ২০। পয়েন্ট শতাংশের ভিত্তিতে প্রথমে থাকা দু'দল টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার সুযোগ পায়।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও প্রথমে হেরে সিরিজ জিতেছি, ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা রোহিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ দিনে অবিশ্বাস্য কিছু হল না। প্রত্যাশামতোই ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জিতে নিল নিউ জল্যিান্ড। আট উইকেটে জিতে ভারতের মাটিতে ৩৬ বছর পর টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে তারা। তবে প্রথম টেস্ট হেরে গিয়েও ঘাবড়াতে চাইছেন না অধিনায়ক রোহিত শর্মা। উদাহরণ টেনেছেন ইংল্যান্ড সিরিজতের, যেখানে প্রথম টেস্ট হেরেও পরের চারটি টেস্ট জিতেছিল ভারত।

ম্যাচের পর রোহিত বলেছেন, এ রকম ম্যাচ হতেই পারে। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও প্রথম ম্যাচে হেরেছিলাম। তার পরে চারটে ম্যাচে জিতেছি। আমরা জানি এই জায়গা থেকে আমাদের প্রত্যেককে ঠিক কী করতে হবে।

পরে তিনি জানিয়েছেন, এই ম্যাচ নিয়ে বেশি ভাবতেই চান না। রোহিতের কথায়, সত্যি বলতে এই ম্যাচ নিয়ে আর ভাবতেই চাই না। এই দলটার চরিত্র কখনওই ওই তিন ঘণ্টা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে। সেটা অবিচার হবে। দলের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে একটা বার্তা দেওয়া দরকার। আমরা দ্বিতীয় ইনিংসে ফিরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। হেরেছি ঠিকই। তবে আমার মতে এই ম্যাচ থেকে অনেক প্রাপ্তি রয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষেই রোহিত স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে পিচ বুঝতে ভুল করেছিলেন। এ দিন জানালেন, ৪৬ অল আউট হয়ে যাবেন স্বপ্নেও ভাবেননি। রোহিতের কথায়, আগের বারই বলেছিলেন পিচে আঠালো ভাব থাকবে ভেবে আগে ব্যাটিং নিয়েছি। তবে কখনওই ভাবিনি আমরা ৪৬ রানে শেষ হয়ে যাবে। নিউ জল্যিান্ড ভাল বল করেছে। আমরা তার উত্তর দিতে পারিনি।

টেস্ট হারলেও সরফরাজ খান এবং ঋষভ পন্থের ইনিংস থেকে ইতিবাচক দিক খুঁজে বার করেছেন রোহিত।

বলেছেন, দ্বিতীয় ইনিংস ব্যাট হাতে আমরা খেলেছি। প্রথম ইনিংস ভাল খেলতে পারিনি। জানতাম দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল খেলতে হবে। দু'জনের ব্যাটিং বিশেষ করে ভাল লেগেছে। ৩৫০ রানে পিছিয়ে থাকলে খুব বেশি ভাবার জায়গা থাকে না। আমরা বল দেখে ব্যাট চালিয়েছি। দুটো জুটি দেখে ভাল লেগেছে। দ্বিতীয় ইনিংসেও আমরা কম রানে আউট হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সতীর্থদের প্রয়াসে আমি গর্বিত।

রোহিতের নজর ঘুরে গিয়েছে দ্বিতীয় টেস্টে। তিনি বলেছেন, এ বার গোটা দলকে শান্ত রাখতে হবে। ভয়ের কোনও বার্তা ছড়ালে চলবে না। আমরা শক্তিশালী হয়ে দ্বিতীয় টেস্টে ফিরতে চাই।

পাকিস্তানে খেলে ভারতকে সেদিনই দেশে ফেরার পিসিবির প্রস্তাব মানবে না বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচ খেলতে ভারত দল পাকিস্তানে যাবে কি না;এ নিয়ে অনেক দিন থেকেই চলছে আলোচনা। ভারতের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হবে, নাকি পুরো টুর্নামেন্টই অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া হবে;এমন আলোচনাও আছে ক্রিকেট বিশ্বে।

এর মধ্যেই পিটিআইয়ের একটি খবর দেয়, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ভারতকে। পাকিস্তানে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকলে প্রতিটি

ম্যাচ শেষে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে ম্যাচের দিনই দেশে ফেরার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছিল সেই প্রস্তাবে।

পিসিবি থেকে এখনো এমন কোনো প্রস্তাব ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) পায়নি বলে খ বর দিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম দৈনিক জাগরণ। দৈনিক জাগরণকে নাকি এমনটাই বলেছে বিসিসিআইয়ের এক সূত্র।

পাকিস্তানে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে হওয়ার কথা চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। খেলা হওয়ার কথা তিনটি ভেন্যুতে;করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে। পিসিবির প্রস্তাব অনুযায়ী, ভারত টুর্নামেন্টের সময় ক্যাম্প করবে দিল্লি, চণ্ডীগড় কিংবা মোহালিতে। ম্যাচের দিন সেখান থেকে ভারত দলকে ভাড়া করা বিশেষ বিমানে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া ও ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবে পিসিবি।

দৈনিক জাগরণকে বিসিসিআইয়ের ওই সূত্র জানিয়েছে, পিসিবি থেকে এখনো এমন কোনো প্রস্তাব পায়নি বিসিসিআই। আর যদি এমন প্রস্তাব পেয়েও থাকে, সেটা বাতিল করে দেবে তারা।

ভারতীয় এ দলে ডাক বঙ্গসন্তানের

চন্দননগরের অভিষেককে ঘিরে স্বপ্ন বাড়ছে বাঙালিদের

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

সৌরভের পর আর এক বাঁ হাতি। ঋদ্ধিমানের পর আর এক বাঙালি উইকেটকিপার। স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বঙ্গ ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল। চন্দননগরের এই বাঙালিই ডাক পেলেন ভারতীয় এ দলে। অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা দল থেকে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের রিজার্ভ বেঞ্চ। বাংলায় রঞ্জি থেকে আইপিএলে দিল্লির হয়ে লড়াই। যেখানে যেমন সুযোগ পেয়েছেন নিজেকে প্রমাণ করতে উজাড় করে দিয়েছেন। নিঃশব্দে নিজের কাজটা করে গেলেও নির্বাচকদের নজরে ঠিকই পড়েছেন পারফরম্যান্সের জেরে। এমনকি খেঁজ নিয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যারকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণও। এবার ডাক পেলেন ভারতীয় এ দলে। বাংলা থেকে মুকেশ কুমার, অভিমন্যু ঈশ্বরণরা ডাক পেলেও বাঙালি একজনই তিনি অভিষেক পোড়েল। চলতি মাসের শেষের দিকে ভারতীয় 'এ' দল মুখোমুখি হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে।

ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলছিলেন অভিষেক। নজর কেড়েছেন সাদা বলের ক্রিকেটেও। ঋষভ পন্থ গাড়ি দুর্ঘটনার জেরে আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর উইকেটকিপারের খোঁজে ছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। তখনই সেই দলের মেন্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখে পড়ে যান অভিষেক। সুযোগও পান। পন্থ আইপিএলে ফেরার পরও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেন। এখন ক্রিকেটে চেনা মুখই বাংলার উইকেটরক্ষক ব্যাটার অভিষেক পোড়েল।

বাংলার ফাস্ট বোলার ঈশান পোড়েলের খুরতুতো ভাই অভিষেক। চন্দননগর রথের সড়ক এলাকায় অভিষেকের বাড়ি। সেখানেই থাকে তাঁর পরিবার। ছোটবেলায় টিভিতে ক্রিকেট দেখে খেলার প্রতি আগ্রহে ন্যাশনাল ক্লাবের ক্রিকেটার প্রদীপ মণ্ডলের কাছে ভর্তি করে দেন বাবা। তখন থেকেই উইকেট রক্ষক হিসেবে গ্লাভস হাতে মাঠে নেমে পড়া। তবে সচিনের যেমন আচরেকর স্যার,

অভিষেক পোড়েলের সঙ্গে ছোটবেলার কোচ বিভাস দাস ও বিশ্বজিৎ মুখার্জী

কোহলির যেমন রাজকুমার শর্মা, ধোনির যেমন কেশব স্যার, তেমনি অভিষেকের ক্রিকেটীয় উত্থান বিভাস স্যারের হাত ধরেই। অভিষেকের যখন ৯ বছর বয়স তখন দাদা ঈশান পোড়েল তাকে দেশবন্ধু পার্কে নিয়ে আসে ময়দানের নামী কোচ বিভাস দাসের কাছে। যিনি কলকাতা ও জেলাতেও একাধিক কোচিং অ্যাকাডেমির হেড কোচ পদে রয়েছেন। প্রথমে উইকেটকিপিং করলেও, ব্যাটার হিসেবেও নিজেকে মেলে ধরার পরামর্শ দেন বিভাস স্যারই। আইপিএলে পিঞ্চ হিটার হিসেবে দারুণ নজর কাড়েন অভিষেক। বিভাস দাস দারুণ খুশি অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের এ দলে ছাত্রের সুযোগে। অভিষেকই তাঁকে প্রথম ফোন করে জানায় এই সুখ বরটা। কোচ বিভাস দাস বলেন, ' ৯ বছর বয়স থেকে অভিষেক শিখছে। প্রথমে উইকেটকিপিং করলেও, ওর দ্রুত রান করার ক্ষমতা দেখে ব্যাটিংয়েও মন দিতে বলি।' সৌরভ গাঙ্গুলী শুধু দিল্লিতেই সুযোগ দিয়েছেন এমন নয়। বিভাস দাস জানান, অভিষেককে মূল্যবান টিপসও দেন সৌরভ। তিনি বলেন, ' সৌরভের মতোই বাঁ হাতি অভিষেক। ব্যাটিংয়ের উন্নতিতে নানা টিপসও দেন মহারাজ।' তবে বিভাস দাসের হাত ধরেই ক্রিকেটে একের পর এক ধাপ উঠে এসেছেন অভিষেক।

চন্দননগরের কানাইলাল বিদ্যামন্দির স্কুল থেকে অভিষেকের পড়াশোনা। ২০১৯ এর অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের সদস্য ছিল অভিষেক। তারপরে রঞ্জি ট্রফিতে দুর্দান্ত ফলাফল। আইপিএল বরাবরই স্বপ্ন ছিল অভিষেকের। মিলেছে সেই সুযোগও। এবার লক্ষ্য ভারতীয় দল। তার আগেই সুযোগ মিলেছে ভারতীয় এ দলে। অভিষেকের এমন সাফল্যে খুশি বেহালা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির অন্যতম কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জীও। একসময় তার আকাডেমিতেই অনুশীলন করতেন অভিষেক। বিশ্বজিৎও দিতেন টিপস। পন্থ থেকে জুরেল, ঈশান থেকে সঞ্জু উইকেটের পিছনে থাকার দাবিদার এখন অনেক। কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী মনে করেন, 'আমরা সবসময় আশাবাদী। নিশ্চয়ই আর এক বাঙালিকে আমরা দেখতে পাব ভারতীয় দলে। লড়াই করেই জায়গা করে নিতে হয়। অভিষেক সেই প্রমাণই করছে। সুযোগের নিশ্চয়ই সদব্যবহার করবে। একদিন অভিষেককেও দেখতে পাব জাতীয় দলে।' অন্যদিকে, অভিষেকের অন্যতম কোচ বিভাস দাস বলেন, 'বয়স সবে ২২ বছর অভিষেকের। এখনও অনেক সময় আছে। এখনও অনেক সুযোগ আসবে।' অভিষেক এখন সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। অভিষেক পোড়েলের সামনে যে বাঙালিদের স্বপ্নপূরণের মাহেন্দ্রক্ষণ।

আবার মেসির হ্যাটট্রিক, মায়ামির পয়েন্টের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাত্র ৩ দিনের ব্যবধান, আবার হ্যাটট্রিক করলেন লিওনেল মেসি। ১৬ অক্টোবর তিনি হ্যাটট্রিক করেছিলেন আর্জেন্টিনার হয়ে, বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে বলিভিয়ার বিপক্ষে সেই হ্যাটট্রিকে ছেলেদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ ১০ হ্যাটট্রিকের ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন মেসি। আর্জেন্টাইন তারকা এবার হ্যাটট্রিক করেছেন ক্লাব ফুটবলে, ইন্টার মায়ামির হয়ে।

মেসির হ্যাটট্রিক ও লুইস সুয়ারেজের জোড়া গোল মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আজ নিউ ইংল্যান্ডকে ৬-২ ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। এই জয়ে এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়ার রেকর্ড ভেঙেছে ফ্লোরিডার দলটি।

নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাওয়া ৩ পয়েন্টে এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমে মেসিদের মোট পয়েন্ট হয়েছে ৭৪, যা ২০২১ সালে এই নিউ ইংল্যান্ডের ৭৩ পয়েন্টের রেকর্ডের চেয়ে ১ বেশি।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের ধকলের কারণে মেসিকে শুরুর একাদশে রাখেননি মায়ামির কোচ জেরার্দো মার্তিনো। ৫৮ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নেমে গোলের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। আজকের হ্যাটট্রিক নিয়ে এমএলএসের এ মৌসুমে ১৯ ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা এখন ২০টি। তাঁর সাবেক বার্সেলোনা সতীর্থ লুইস সুয়ারেজও জোড়া গোল করে সংখ্যাটা নিয়ে গেছেন ২০-এ। সুয়ারেজ মেসির সমান গোল করেছেন ২৭ ম্যাচ খেলে।

অথচ ম্যাচের শুরুটা মায়ামির জন্য অন্য রকমই ছিল। ২ মিনিটেই গোল খেয়ে বসে তারা, ৩৪ মিনিটে নিউ ইংল্যান্ড ব্যবধান ২-০ করে। ৪০ থেকে ৪৩;এই তিন মিনিটের মধ্যে সুয়ারেজের জোড়া গোলে অবশ্য ২-২ সমতা নিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করে মায়ামি।

৫৮ মিনিটে মেসি মাঠে নামার পরপরই বেঞ্জামিন ক্রিমাশ্চির গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। ৭২ মিনিটে মায়ামির জালে বল পাঠিয়েও গোল পায়নি নিউ ইংল্যান্ড। ভিএআরের

সাহায্য নিয়ে গোলটি বাতিল করেন রেফারি। এরপরই শুরু মেসি-ম্যাজিক।

৭৮ থেকে ৮৯;১১ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন আর্জেন্টাইন তারকা। মেসির তিনটি গোলকে বলা যায় মায়ামির 'বার্সা-শো'। ৭৮ মিনিটে তাঁর প্রথম গোলটিতে সহায়তা করেন বার্সেলোনার সাবেক স্ট্রাইকার সুয়ারেজ, ৮১ মিনিটে মেসির দ্বিতীয় গোল বার্সেলোনার আরেক সাবেক তারকা জর্দি আলবার সহায়তায়, ৮৯ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করা গোলে আবার অবদান সুয়ারেজের।

ম্যাচ শেষে মেসিকে বদলি হিসেবে নামানে এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে মায়ামির কোচ মার্তিনো বলেছেন, 'বড় একটা চোটের পর তার সেরে ওঠা এবং আবার দলের সঙ্গে যুক্ত করা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হয়েছে। জাতীয় দল এবং আমরাও এটা নিয়ে খুব সতর্ক ছিলাম।' মার্তিনো এরপর যোগ করেন, 'আমার মনে হচ্ছে যে বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টার মুখোমুখি হওয়ার আগে তাকে আমরা আদর্শ শারীরিক অবস্থায় পেয়েছি।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।

RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**